CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 April, 2024 ■ আগরতলা ২৮ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ১৫ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা-১

দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের পর

বিজেপি ও এনডিএ ২-০তে এগিয়ে ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) ।। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শনিবার মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে অনুষ্ঠিত একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, নির্বাচনের দৃশ্যকে একটি ফুটবল ম্যাচের সাথে তুলনা করেছিলেন, যেখানে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের পরে বিজেপি এবং এনডিএ ২-০ তে এগিয়ে রয়েছে। এই কর্মসূচি চলাকালীন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী একনাথ শিন্ডে, মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রামদাস আঠাওয়ালে, কোলহাপুর লোকসভা প্রার্থী শ্রী সঞ্জয় মান্ডলিক, হাতকানাঙ্গের লোকসভা প্রার্থী শ্রী ধৈর্যশীল সম্ভাজিরাও মানে এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে কোলহাপুরকে মহারাষ্ট্রের ফুটবল হাব বলা হয় এবং এখানকার যুবকদের মধ্যে ফুটবল খেলা খুবই জনপ্রিয়। গতকাল দ্বিতীয় ধাপের ভোট শেষ হওয়ার পর ফুটবলের দিক থেকে, বিজেপি এবং এনডিএ ২-০ তে এগিয়ে রয়েছে। কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট দেশবিরোধী এবং ঘৃণার রাজনীতির ২টি সেমসাইট গোল করেছে এবং যার ফলে এটা নিশ্চিত ফের একবার মোদী সরকার। কিন্তু এবার তৃতীয় পর্বের বল বহন করার দায়িত্ব আসতে চলেছে কোলহাপুরের মানুষের হাতে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আপনারা এমন একটি গোল করবেন যাতে ইন্ডি জোটের লোকেরা পরবর্তী রাউন্ডগুলিতেও চিন্তিত থাকবে।

শ্রী মোদী বলেন যে ইন্ডি জোটের লোকেরা বলছে যে তাদের সরকার গঠিত হলে তারা সিএএ আইন বাতিল করবে। ইন্ডি জোটের লোকেরা, যারা তিন অঙ্কের আসন জিততে আগ্রহী, তারা কি কখনও সরকারের দুয়ারে যেতে পারবে? ইন্ডি জোটের লোকেরা এমন একটি ফর্মুলা তৈরি করছে যে প্রতি বছর একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী হবে এবং তারা যদি ৫ বছরের জন্য সুযোগ পায় তবে তারা ৫ জনকে প্রধানমন্ত্রী করবে। কংগ্রেস এখন এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কর্ণাটকে তাদের সরকার আড়াই বছরের জন্য একজন মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয় এবং আড়াই বছর পরে তাদের উপমুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী হন এবং তারা রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে একই ফর্মুলা তৈরি করেছিলেন। এছাড়াও যারা ৫ বছরে ৫ জন প্রধানমন্ত্রী করেছে, এই দেশ তাদের কখনোই সহ্য করবে না এবং সেজন্যই তারা দেশের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করছে। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে ইন্ডি জোটের এই লোকেরা দক্ষিণ ভারত ভেঙে আলাদা দেশ গড়ার দাবি করছে। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের দেশ কংগ্রেসের এ ধরনের এজেন্ডা কখনই মেনে নেবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কংগ্রেস কয়েক দশক ধরে রাম মন্দিরের ইস্যুকে আটকে রেখেছিল এবং বিশাল মন্দির নির্মাণের পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানও বয়কট করেছিল। অযোধ্যার আনসারি পরিবার সারাজীবন রাম মন্দিরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা লড়তে থাকে, কিন্তু আদালত যখন বলেছিল যে শুধুমাত্র রাম মন্দিরই তৈরি হবে, তখন পুরো আনসারি পরিবার রামলালার কাছে শরণাগত হয়। কংগ্রেসের সহযোগী দল ডিএমকেও সনাতনকে গালি দিতে কোনও খামতি রাখেনি। ডিএমকে সনাতনকে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তুলনা করছে। যে দলগুলি সনাতনকে গালি দেয়, ইন্ডি ও আঘাড়ির লোকজন তাদের মহারাষ্ট্রে ডেকে সম্মান করে। ইন্ডি-আঘাড়ির ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির স্তর এতটাই পড়ে গেছে যে শিবাজী মহারাজের ভূমিতে তারা ঔরঙ্গজেবের অনুসারীদের সাথে মিশে গেছে। নকল শিবসেনা এই লোকজনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছে। যারা তোষণ ও ভোটব্যাংকের রাজনীতি করে তারা এখন জনগণের উপার্জন এবং দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। কংগ্রেস শেহজাদা রাহুল গান্ধী ঘোষণা করেছেন, তিনি জনগণের সম্পত্তি এবং মহিলাদের গয়নার তদন্ত করাবেন। কংগ্রেস জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ তাদের মধ্যে বিতরণ করার কথা ভাবছে, কংগ্রেস তুষ্টির জন্য যে কোনও মাত্রায় নতজানু হতে পারে।

শ্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেসও এও ঘোষণা করেছে যে, আপনাদের জমানো সমস্ত মূলধনের পুরোটাই আপনাদের সন্তানরা পাবে না। মানুষের মৃত্যুর পর কংগ্রেস উত্তরাধিকার কর আরোপ করে তাদের পৈতৃক উপার্জনের অর্ধেক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনিপুরে ফের জঙ্গি হামলায় নিহত সিআরপিএফ জওয়ান

বাঁকুড়া, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) ।। অশান্ত মণিপুরে জঙ্গী হামলায় প্রাণ হারালেন বাঁকুড়ার বাসিন্দা এক সেনা জওয়ান অরূপ সাইনি। ওই জওয়ান বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার পাঁচাল গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মণিপুরে শুক্রবার রাতে জঙ্গি হামলার শিকার হন ওই জওয়ান। তিনি ভারতীয় সিআরপিএফ বাহিনীর ১২৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের হেড কনস্টেবল ছিলেন। জঙ্গিদের ওই হামলায় অরূপ সাইনি এবং ওই ব্যাটেলিয়ানের আর এক সাব ইন্সপেক্টর এন সরকারও শহীদ হন। জঙ্গিদের ছোড়া শক্তিশালী বোমা এবং গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছেন এক ইন্সপেক্টর ও এক কনস্টেবল। ওই ঘটনার জন্য প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে মণিপুরের কুকি জঙ্গি গোষ্ঠীর দিকে।

জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে যাতে জঙ্গিরা হামলা করতে না পারে সেজন্য তাদের রুখতে মণিপুরের নারায়ণসিনা এলাকায় সিআরপিএফের ১২৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের একটি অস্থায়ী সেনাছাউনি বসানো হয়। শুক্রবার রাত ১২টা নাগাদ খাওয়া দাওয়ার পর ১২৮ ব্যাটেলিয়ানের সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এর জওয়ানরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় তাবুতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরেই ওই ছাউনি থেকে কিছুটা দূরে একটি পাহাড় থেকে জঙ্গিরা শক্তিশালী বোমাবর্ষণ করা শুরু করে। তার সঙ্গেই ছাউনি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালানো শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে হেড কনস্টেবল অরূপ সাইনি সহ অন্যান্য জওয়ানরা জঙ্গিদের পাল্টা জবাব দেওয়া শুরু করে। সেই সময় জঙ্গিদের ছোড়া একটি শক্তিশালী বোমায় অরূপ সাইনির একটি পা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। গুলি লাগে সাব ইন্সপেক্টর এন সরকারের বুকে। ভোররাত পর্যন্ত ওই গুলি ও বোমার লড়াই চলতে থাকে। শনিবার সকালে গ্রামের ছেলের শহীদ হওয়ার খবর সোনামুখীর পাঁচালে পৌঁছোলে গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

দাবদাহ থেকে স্বস্তি পেতে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে

শহরের নানা স্থানে ঠান্ডা পানীয় ও ফল বিতরণ করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আইজিএম চৌমুহনীতে পথ চলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে জল এবং ফল বিতরণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই রাজ্যে তীব্র তাপ প্রভাবের সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। এই সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সর্বাধিক তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি লক্ষ্য করা যেতে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যবাসীকে নিজেদের শরীরের প্রতি যত্নবান হতে আহবানও করা হয়েছে। এদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের তীব্র তাপ প্রবাহ থেকে রক্ষা করতে চার দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার।

আজ গ্রীষ্মের তীব্র তাপ প্রবাহ থেকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। প্রেমিকার কাছ থেকে প্রতারণার শিকার হয়ে বিষপান করে আত্মঘাতী এক যুবক। ওই প্রেমিকার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃত যুবকের বাবা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, উদয়পুরের একটি যুবতীর সাথে আগরতলা চারিপাড়া এলাকার বাসিন্দা চয়ন আচার্যের দীর্ঘদিনের প্রেম ছিল। কিন্তু প্রায়ই দুইজনের মধ্যে ঝগড়া হট বলে জনিয়েছেন মৃতের পিতা।গত মঙ্গলবার প্রেমিকার কাছ থেকে প্রতারণার শিকার হয়ে বিষপান করে ওই যুবক। পরিবারের সদ্যসরা ঘটনাটি জানতে পেরে সাথে সাথে তাঁকে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলের জন্য হাহাকার বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। তীব্র গরমেও তিনদিন ধরে পানীয় জল পাচ্ছেন না শতাধিক পরিবারের সাধারণ মানুষজন। পানীয় জলের সঙ্কট ভুগছেন বিশালগড় জাঙ্গালিয়া পশ্চিম পাড়ার এলাকাবাসী।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে ,গ্রীষ্মের এই প্রচন্ড দাবদাহে গত তিনদিন ধরে পানীয় জল পাচ্ছে না শতাধিক পরিবারের সাধারণ মানুষজন। বিশালগড় বিধানসভার উত্তর রাউৎখলা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জওয়ানের মানবিকতার দৃষ্টান্ত আরক্ষা প্রশাসন থেকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। বাচ্চা শিশু নিয়ে ভাইরাল হলেন সিআরপিএফ ১২৪ নং ব্যাটালিয়নের জওয়ান।নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পাশাপাশি ভোট দিতে আসা এক মহিলার সন্তানকে কোলে নিয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন জওয়ান। তাঁর এই কাজের জন্য রাজ্য পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সিআরপিএর পক্ষ থেকে ওই সিআরপিএফ জওয়ানকে শনিবার সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ভোটদানে আসা এক মায়ের কাছ থেকে শিশুকে কোলে নিয়ে মানবিকতার নিদর্শন সৃষ্টি করলেন মন্টু বোরা নামের সিআরপিএফের ১২৪ নং ব্যাটেলিয়ানের হেড কনস্টেবল। তার বাড়ি অসমের বরপেটায়। দেশের জওয়ানরা যে শুধু নিরাপত্তার কাজে নয় মানবিকতা এবং সামাজিকতা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্যাতনের শিকার বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। স্বামীর নির্যাতনে শিকার হয়ে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে গৃহবধূ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, চৌদ্দ বছর আগে কমলপুরের কুচাইনালা এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ মালাকারের সাথে হেমন্তী দাসের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর থেকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে আসত স্বামী।তারপর স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাতেন স্বামী কৃষ্ণ মালাকার।

পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, স্বামী ও শাশুড়ি মিলে হেমন্তী দাসের উপর নির্যাতন করত। এরই মধ্যে স্বামী কৃষ্ণ মালাকার ঘরের দরজা বন্ধ করে বেধড়ক ভাবে মারধর করে স্ত্রী হেমন্তী দাসকে। এতে গুরুতর আহত হয় সে। সাথে সাথে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে। সেখান থেকে তাকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। কমলপুর হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছেন হেমন্তী দাসের গলায় দায়ের কোপ রয়েছে। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে হেমন্তী দাস। পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী কৃষ্ণ মালাকারকে গ্রেপ্তার করেছে।

সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। পারিবারিক ও সম্পত্তির সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। অভিযুক্ত ভগ্নিপতি থানায় আত্মসমর্পণ করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল রাতে উদয়পুরের কিল্লা থানার কাইপেঙবুলাই এলাকায় অনিল কুমার জমাতিয়ার স্ত্রী পরিকল্পিতভাবে তার ভাই পদ্ম কুমার জমাতিয়াকে ফোন করে তাদের বাড়িতে আনে। ঘটনার সময় মহিলা ঘরের ভিতরে রান্না করছিল। অপরদিকে অনিল কুমার জমাতিয়া উঠোনে বসে রয়েছিল। আচমকা শ্যালক পদ্মা কুমার জমাতিয়া তার সাত আট জন সহযোগীকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে অনিল কুমার জমাতিয়াকে বেধড়ক মারধর করে। চিৎকারে আশপাশের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনরা ছুটে আসলে অভিযুক্তরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। আহত অনিল কুমার জমাতিয়াকে কিল্লা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু তার স্ত্রী তাকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়নি। সেখান থেকে তাকে বাড়িতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।।: খোয়াই নদীতে স্নান করতে গিয়ে পা পিছলে জলে তলিয়ে গেল এক ব্যাক্তি।ওই ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাটের তীব্র চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে। নিখোঁজ ব্যাক্তির খোঁজে তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তর ও স্থানীয়দের তল্লাশীভিযান চলছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে গিয়েছে দীপক দাস(৪৫) নামে এক ব্যক্তি। আজ দুপুরে ওই ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছে। হঠাৎই জলে ডুবে যায় বলে এলাকাবাসী সুত্রে জানা যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তেলিয়ামুড়া দমকল দপ্তরের কর্মীরা। খবর লেখা পর্যন্ত দমকল দপ্তরের কর্মী এবং স্থানীয় এলাকার যুবকরা জলে ডুবে যাওয়া দীপক দাস কে উদ্ধার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে কালবৈশাখীর তান্ডবে ভাঙল ঘর, পড়ল গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ এপ্রিল ।। গতকাল গভীর রাতে কালবৈশাখী তাণ্ডবে কৈলাশহর মুসলিম পল্লী দুই নং ওয়ার্ড এলাকায় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ পরিবারের বাড়িঘর ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গতকাল গভীর রাতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ওই এলাকার প্রায় ৭০ থেকে ৮০ পরিবারের ঘড় ভেঙ্গে যায়। পাশাপাশি প্রবল শিলা বৃষ্টি হওয়ার কারণে অনেকের বাড়ির টিনের চাল ফুটো হয়ে যায়। পাশাপাশি অনেকের বাড়ির টিনের ছাউনি গাছের মধ্যে গিয়ে ঝুলে পড়ে, পাশাপাশি বৈদ্যুতিক খুঁটি রাস্তার মধ্যে ভেঙ্গে পড়ে গুটা কৈলাশহর মহকুমায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। তাই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের দাবি প্রশাসন যাতে তাদের আর্থিকভাবে সাহায্য করে কেননা ওরা গরীব অংশের মানুষ, অনেক কষ্ট করে ওরা বসত ঘর নির্মাণ করেছে, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ছনতৈল মুসলিম পল্লী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ১৯৬ ◘ ২৮ এপ্রিল ২০২৪ ইং◘ ১৪ বৈশাখ ◘ রবিবার ◘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণেই উত্থান-পতন!

ভারত ও চিন হল বিশ্বের সবথেকে জনবহুল দুই দেশ। এতদিন চিন ছিল সবথেকে জনবহুল। আর ভারত ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। কিন্তু এবার তা উল্টে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণেই এই উত্থান-পতন! চিনকে সরিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে ভারত।চিন ও ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। এই অবস্থায় উভয় দেশই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পথে হাঁটে। সেইমতো পদক্ষেপ নিয়ে কাজ শুরু হয়। এই কাজে ভারেতর থেকে চিন অগ্রগণ্য। চিনেক জন্যসংখ্যা অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে কমেছে।, তার ফলে ভারতের থেকে জনসংখ্যায় নীচে নেমেছে চিন। দুই এশিয়ান জায়ান্টের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনা করতে গিয়ে দেখা যায় ভারতের থেকে চিনে অনেক দ্রুত গতিতে কমছে জনসংখ্যা। গত বছর, চিনের জনসংখ্যা ছয় দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো হ্রাস পেয়েছিল। এটিকে একটি ঐতিহাসিক মোড় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারতের বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২০১১ সাল থেকে গড় ১.২ শতাংশ হয়েছে, যা আগের ১০ বছরে ১.৭ শতাংশ ছিল সরকারি তথ্য অনুসারে। কিন্তু কঠোর সরকারি নীতির কারণে চিন আরো দ্রুত গতিতে কমিয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। চিনে গত বছর প্রায় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার জনসংখ্যা কমে। ১৯৬১ সাল থেকে এই প্রথম এত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে।১৯৮৩ সালে চিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.১ শতাংশ। তার আগে ১০৭৩ সালে এই হার ছিল ২ শতাংশ। অর্থার ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অর্ধেক কমেছে প্রায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানবাধিকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে এই লক্ষ্য অর্জন করেছে চিন।

চিন এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেরিতে বিয়ে। এক সন্তান নিতে বাধ্য করার উপর জোরজবরদস্তি করেছে। তার ফলেই এত দ্রুত নিয়ন্ত্রণ হয়েছে জনসংখ্যা। ভারত মানবাধিকারের উপর সেভাবে চাপ সৃষ্টি করেনি। ফলে চিনের মতো সাফল্য পায়নি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে। গত দশকের দ্বিতীয়ার্ধে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামুলকভাবে বেশি ছিল। ১৯৫২ সালে পরিবার পরিকল্পনা চালু করেছিল ভারত। ১৯৭৬ সালে তা কার্যকর করে তারা। ভারত যখন সবে জনসংখ্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে, চিন তখন পুরোদমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ শুরু করে দিয়েছে।ভারত পরিবার পরিকল্পনা শুরু করার পর বর্তমান শতকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নেমে আসে ২.১ শতাংশে। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করে বিশেষজ্ঞরা। দেশে মৃত্যুহার কমেছে, বেড়েছে গড় বয়স ও আয়। তাই জনসংখ্যার আরও নিয়ন্ত্রণ না হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সঠিক মাত্রায় কমবে না।

উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে গাড়ি উল্টে মৃত এক, আহত ৪

মির্জাপুর, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪ জন আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে মির্জাপুরের আহরাউড়া থানা এলাকায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তার ফলে একজন যুবকের মৃত্যু হয় এবং ৪ জন আহত হন। মৃতের নাম আয়ুষ রাজ। আহতরা হলেন, অশোক সিং, বাব্বে, রাহুল এবং রাজেশ্বর সিং। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সকলকে সিএইচসি আহরাউড়া নিয়ে গেলে চিকিৎসক আয়ুষ রাজকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্য আহতদের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ আয়ুষের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়েতে বাসে আগুন, রক্ষা পেলেন ৩৬ জন যাত্রী

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): অত্যধিক গরমের মধ্যেই মহারাষ্ট্রে আগুনে পুড়ে গেল একটি বাস। শনিবার ভদগাঁও-এর কাছে মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়ের পর একটি বেসরকারি বাসে আগুন ধরে যায়। ওই বাসে কমপক্ষে ৩৬ জন যাত্রী ছিলেন, আগুন ধরে যাওয়া মাত্রই দ্রুত বাস থেকে নেমে পড়েন সমস্ত যাত্রীরা। অল্পের জন্য সবাই রক্ষা পেয়েছেন। যাত্রীরা সময়ের মধ্যে নেমে যাওয়ার পরই বাসটি রাস্তার মাঝখানে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। ততক্ষণে গোটা বাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিভিয়েছেন, কিন্তু বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

লখনউতে লাড্ডু খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল বহু শিশু

লখনউ, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : লখনউতে লাড্ডু খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল বহু শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে, লখনউয়ের উজিরগঞ্জ এলাকায়। মেহেন্দি গঞ্জ এলাকায় বসবাসকারী ১২ টিরও বেশি শিশুকে শুক্রবার গভীর রাতে বমি ও ডায়রিয়ার কারণে বলরামপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শিশুদের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি অনুষ্ঠানে লাড্ডু খেয়ে ১২টিরও বেশি শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। লাড্ডুগুলি খাওয়ার পরই শিশুদের বমি ও অন্যান্য অসুস্থতা শুরু হয়ে যায়। তারপরই তাঁদের দ্রুত বলরামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বলরামপুর হাসপাতালের চিকিৎসক হিমাংশু চতুর্বেদী জানিয়েছেন, লাড্ডু খেয়ে ৮টি শিশু এসেছিল। তাদের মধ্যে ৬ জন শিশুকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ২জন শিশু সুস্থ আছে, তাদেরও শীঘ্রই ছেড়ে দেওয়া হবে। যে দোকান থেকে লাড্ডুগুলি কেনা হয়েছিল সেই দোকানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ের ব্যাপারে খুবই আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস : বেণুগোপাল

তিরুবনন্তপুরম, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): রাজস্থান ও বিহার-সহ বেশ কিছু রাজ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতবে কংগ্রেস। শনিবার এমনই দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল। এদিন তিরুবনন্তপুরমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'রাজস্থান, বিহার এবং অন্যান্য রাজ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী।'

তিনি আরও বলেছেন, 'নরেন্দ্র মোদীর "৪০০ পার" উক্তি প্রথম ও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের পর মাটিতে চুরমার হয়ে গিয়েছে। ইন্ডি জোট এবার অবশ্যই জিতবে। প্রচারের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ নির্বাচনকে মেরুকরণের চেষ্টা করা হয়েছে।' সিপিআই (এম)-এর সমালোচনা করে বেণুগোপাল বলেছেন, 'সিপিআই (এম) নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে হাইজ্যাক করেছে। সিপিআই (এম)-এর লক্ষ্য কেরলে ভোটের হার কমিয়ে আনা।'

তীব্র তাপপ্রবাহ, বিপন্ন ধরিত্রী কিন্তু হুঁশ ফিরছে কোথায় ?

পুলক মিত্র

নিঝুম মধ্যাহ্নকাল অলস-স্বপন- জাল রচিতেছে অন্য মনে হৃদয় ভরিয়া। দূর মাঠ-পানে চেয়ে চেয়ে চেয়ে শুধু চেয়ে রয়েছি পড়িয়া।

শুরু হয় ২০১৪ সাল থেকে। সেই হিসেব অনুযায়ী, ২০২৩ সাল ছিল এই গ্রহের সবচেয়ে উষ্ণতম বছর। শুধু তাই নয়, বলা হচ্ছে, সম্ভবত গত এক লাখ বছরের মধ্যে পৃথিবী সবচেয়ে উষ্ণতম বর্ষের রেকর্ড গড়েছে গত বছর। সেই কবে ছেলেবেলায় পাঠ্যবইয়ে পড়া। কবি অক্ষয় কুমার বড়ালের কল্পনায় আঁকা মায়াবী দুপুরের এই ছবি আজও আমাদের স্বপ্ন বিলাসী করে তোলে। ঋতু চক্রের নিয়ম মেনে ফি বছর গ্রীষ্ম আসে। তবে উনিশ শতকের এই কবির মতো এখন আমরা আর অলস দুপুরের স্বপ্নের জাল বুনতে পারি না। বদলে আমাদের মনকে গ্রাস করে একরাশ আতঙ্ক, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অংশে ১০ থেকে ২০ দিন তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা শুনিয়েছেন ভারতের আবহাওয়া দফতরের মহানির্দেশক ডঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। যদি কোনও জায়গার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পরপর দু'দিন ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয় কিংবা টানা পাঁচ বা তার থেকে বেশিদিন দৈনিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, গড় তাপমাত্রার চেয়ে পাঁচ ডিগ্রি সেললিয়াস বেশি হয়, তখন সেই পরিস্থিতিকে তাপপ্রবাহ বলা যেতে পারে। এ তো গেল তাপপ্রবাহের কথা। এর পাশাপাশি এখানে আরও কিছু তথ্য তুলে ধরছি, যা সভ্যতার পক্ষে অশনি সঙ্কেত বলা যেতে পারে।

১৮৫০ সাল থেকে তাপমাত্রার হিসেব রাখা শুরু হয়। উষ্ণতম বছরের রেকর্ড রাখা শুরু হয় ২০১৪ সাল থেকে। সেই হিসেবে অনুযায়ী ২০২৩ সাল ছিল এই গ্রহের সবচেয়ে উ, ণতম বছর। শুধু তাই নয়, বলা হচ্ছে সম্ভবত গত এক লাখ বছরের মধ্যে পৃথিবী সবচেয়ে উষ্ণতম বর্ষের রেকর্ড গড়েছে গত বছর। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লুএমও) জানিয়েছে, চলতি বছরও আমাদের কাছে খুব একটা স্বস্তিদায়ক হবে না। তাপপ্রবাহ নিয়ে আবহাওয়া দফতরের বার্তা সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা তা

টের পেতেও শুরু করেছি। এপ্রিল মাসে এ পর্যন্ত তাপপ্রবাহের যে দাপট দেখেছি, তা চিন্তার ভাঁজ ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। গ্রিন হাউস গ্যাস (কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন এবং জলীয় বাষ্প), যা বায়ুমণ্ডলে তাপকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আটকে রাখে, তার মাত্রা বেড়ে চলেছে। বায়ুমন্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাস বেড়ে যাওয়ার অর্থ পৃথিবীর উষ্ণায়ন বেড়ে যাওয়া। ফল হিসেবে, জলবায়ু ঘটিত বিভিন্ন বিপর্যয় (খরা, অতিবৃষ্টি, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি) দেখা দেওয়া। বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে আন্টার্কটিকা ও সুমেরু মহাসাগরের বিপুল পরিমাণ বরফ গলে চলেছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ২০২২ সালে ৩টি প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইডের রেকর্ড বৃদ্ধি ঘটেছে। ২০২৩ সালেও তা বজায় ছিল। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসকে ১৯০১ সালের পর উষ্ণতম ফেব্রুয়ারি হিসেবে ঘোষণা করেছিল এবং গত বছরের এপ্রিল মাসও গোটা দেশ তীব্র তাপপ্রবাহের সাক্ষী থেকেছে। ১৭ মে, ২০২৩ তারিখে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জলবায়ু বিজ্ঞানীরা জানান, ভারত ও বাংলাদেশে এই তাপপ্রবাহের জন্য বেশি দায়ী মনুষ্য-সৃষ্ট কারণ। এরপর জুন মাস উষ্ণতম জুন এবং জুলাইয়ে আরও রেকর্ডের সাক্ষী হয় ভারত। ৩ জুলাইকে এ যাবৎ কালের উষ্ণতম দিন হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়। জুলাইয়ের মাঝামাঝি নাগাদ মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার শীর্ষ বিজ্ঞানীরা জুলাই মাসকে 'শত শত বছর, এমনকি হাজার হাজার বছরের' মধ্যে উষ্ণতম মাস হয়ে ওঠার পূর্বাভাস দেন। ২৭ জুলাই ডব্লুএমও-র রিপোর্টে দেখা গেল, জুলাইয়ের প্রথম তিন সপ্তাহ সর্বকালের মধ্যে উষ্ণতম হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। এ বছরের জানুয়ারিতে আইএমডি জানায়, ১৯০১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ২০২৩ সালই ছিল সবচেয়ে উষ্ণ বছর। কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসেস-ও জানায় যে, ১৮৫০ সাল থেকে এ যাবতকালের মধ্যে ২০২৩-ই ছিল উষ্ণতম বর্ষ। আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহ অন্যান্য কারণে অতিমারীর সময়ের তুলনায় খাদ্যে চরম নিরাপত্তাহীনতার (কোভিডের সময় ছিল ১৪৯ মিলিয়ন, ২০২৩-এ বেড়ে হয়েছে ৩৩৩ মিলিয়ন) শিকার হয়েছেন দ্বিগুণ সংখ্যক মানুষ। এই তথ্য মিলেছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির থেকে। তাপপ্রবাহ, দাবান, খরা, বন্যা, সাইক্লোন- বিশ্বজুড়ে এই সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর জনসংখ্যার একটা বড় অংশের মানুষের জীবনের ওফর এগুলির প্রভাব পড়েছে। এগুলির মধ্যে একমাত্র রূপালি রেখা হল, ২০২৩-এ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি। ২০২২-এ তুলনায় গত বছর এই শক্তির উৎপাদন ৫০ শতাংশ বেড়ে ৫১০ গিগাওয়াটে পৌঁছে গিয়েছে। গত দুই দশকের মধ্যে এটি সর্বশেষ বৃদ্ধি বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা। জলবায়ু- সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় অর্থের জোগানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১-২২ সালে এই খাতে খরচ করা হয়েছে ১.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৯-২০ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। তবুও তা পর্যাপ্ত নয়। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৬ গুণের বেশি বাড়িয়ে ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে নিয়ে যেতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্রমশ উষ্ণ হয়ে উঠেছে পৃথিবী।

কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, জীবাশ্ম জ্বালানির বহুল ব্যবহার শুরুর আগের দীর্ঘ সময়ের গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির তুলনায় গত বছর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় ১ দশমিক ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আরও দেখা গেছে, গত বছরের জুলাই মাস থেকে প্রায় প্রতিদিন বৈশ্বিক তাপমাত্রার বৃদ্ধির রেকর্ড হয়েছে। গত মাসে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সূচক ৬২ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস স্পর্শ করেছিল। এর কারণ হল, পৃথিবীর ফুসফুস নামে পরিচিত আমাজনের বনভূমির নির্বিচার ধ্বংস। আমাজন কার্বন শোষণ করে বলেই পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ে। কিন্তু ভয়ের ব্যাপার হল, গত ১২ বছরের মধ্যে এবারই বন ধ্বংসের পরিমাণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে ব্রাজিলের মহাকাশ সংস্থা। তাদের তথ্য অনুযায়ী, ব্রাজিলে ২০১৯ সালের আগস্ট থেকে ২০২০ সালের

জুলাই পর্যন্ত আমাজনের ১১ হাজার ৮৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ধ্বংস হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় রেইন ফরেস্ট বা প্রবল বর্ষণের বনাঞ্চল হচ্ছে আমাজন। আমাজনকে বলা হয় জীব বৈচিত্র্যের আধার। প্রায় ত্রিশ লাখ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং ১০ লাখ জনজাতির আবাসস্থল হল এই বনভূমি। আমাজনের এই বিপন্নতা আজ গ্রাস করেছে গোটা বিশ্বকে। তাই বিশ্বের দেশে দেশে উষ্ণায়নের আঁচ পড়েছে। ব্যতিক্রম নয় ভারতও। এখনই সতর্ক না হলে, আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই বিপন্ন হবে এই গ্রহের অস্তিত্ব।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মৃত্যুপথযাত্রী সুকুমার রায়কে প্রশান্তি দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মিউজিক-থেরাপি

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুপথযাত্রী সুকুমারকে দেখতে পৌঁছে গেলেন তাঁর গড়পারের বাড়িতে। গুরুদেবকে দেখে কৃতজ্ঞতা আর আনন্দে সুকুমার আত্মহারা ! তিনি কবিকে অনুরোধ করলেন দু'টি গান শোনানোর জন্য। কথা বলতে পারছেন না, বই খুলে গান দু'টি দেখিয়ে দিলেন কেবল। *পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার*

মৃত্যুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সম্পর্ক। যে মৃত্যু-মিছিল বারেবারে আঘাত হেনেছে কবির দীর্ঘ জীবনে, সেই তাঁকে দেখিয়েছে শোক থেকে উত্তরণের দিশা। গভীর মানসিক বেদনা, সংঘাত বা জাগতিক জটিলতায় যখন মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত, রবীন্দ্রনাথ মুক্তির পথ খুঁজে পেতেন তাঁর গানে। গানই তাঁর তপ্ত মনে বুলিয়ে দিত শান্তির পরশ। মিউজিক থেরাপি বা সংগীত-চিকিৎসার সাহায্যে অসুখ নিরাময়ের অন্যতম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের গান। বহু মারণ-রোগাক্রান্ত মানুষের অন্তিম শয্যার শিয়রে দাঁড়িয়ে, গান গেয়ে, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের যন্ত্রণাক্লিষ্ট শরীরের কষ্ট লাঘব করেছেন, তাঁদের জীবনপারের অজানা পথটিকে অসীমের সঙ্গে মিলিয়েছেন আলোকিত আনন্দে।

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, উপেন্দ্রকিশোর রায়ের সুযোগ্য পুত্র সুকুমার রায় নিজের প্রতিভার বিচ্ছুরণে বাংলা সাহিত্যে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের ৫১তম জন্মতিথি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে যে বিশেষ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানেই রবীন্দ্রভক্ত তরুণ সুকুমারের সঙ্গে কবির পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। শান্তিনিকেতনের বহু উৎসব-অনুষ্ঠানে সুকুমার সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন লন্ডন যান, সুকুমার রায় তখন সেখানকার 'রয়্যাল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি'র সদস্য। প্রথমদিন থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁর নানা অনুষ্ঠানে সঙ্গ দিয়েছিলেন।

সুপ্রভা দেবীর সঙ্গে সুকুমার রায়ের বিয়ে হয়েছিল ১৯১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর। শান্তিনিকেতনের কোলাহল থেকে সাময়িক ছুটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে, বিশ্রাম নিয়েছেন প্রেয়সী পদ্মার কোলে, পদ্মাবোটে। সুকুমারের বিয়ের খবর পেয়ে নিজের বিশ্রামসুখ ভুলে, সোজা চলে এলেন কলকাতায়। সবাইকে অবাক করে সন্ধ্যায় হাজির হলেন বিয়ের অনুষ্ঠানে। সীতা দেবী লিখেছেন, 'বিবাহ প্রায় আরম্ভ হইতে যাইতেছে এমন সময় গেটের কাছে করতালিধ্বনি শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেম। পরক্ষণেই দেখিলাম কবি আসিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। পরে শুনিয়াছিলাম, এই বিবাহে উপস্থিত থাকিবার জন্যই তিনি কলকাতায় আসিয়াছিলেন। সুকুমারবাবুকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।'

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার বরাবরই ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী এবং ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রচারক। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও ব্রহ্মসংগীত রচনা, মাঘোৎসব পরিচালনা, প্রবন্ধ রচনা, বক্তৃতা ইত্যাদি বহুগঠনমূলক কাজে নিজেকে নিরন্তর ব্যস্ত রেখেছেন। কিন্তু একসময়ে মূল ব্রাহ্মসমাজ নানাভাবে বিভক্ত হয়ে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতায় ডুবে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সংকীর্ণতার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর 'নৌকাডুবি', 'গোরা' ইত্যাদি উপন্যাস প্রকাশের পরে রক্ষণশীলগোষ্ঠী প্রশ্ন তুলেছিল, রবীন্দ্রনাথ আদৌ কি 'যথেষ্ট ও যথার্থ ব্রাহ্ম'? সেই সময় সুকুমার রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ তরুণ ব্রাহ্ম-সদস্য রবীন্দ্রনাথকে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছিলেন। ১৯২১ সালের ২ মে পুত্র সত্যজিৎ রায়ের জন্মের কিছুদিন পরেই সুকুমার রায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। জানা যায়, তিনি দুরারোগ্য কালাজ্বরে কবলিত। মৃত্যুই ছিল একমাত্র ভবিতব্য। সুকুমারের অসুস্থতার সংবাদ রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করেছিল। তিনি নিয়মিত তাঁর খোঁজখবর নিতেন, দেখা করতে আসতেন। নানাভাবে তাঁকে সাহস জোগাতেন।

১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার অ্যালফ্রেড ও ম্যাডন থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব অভিনয় হচ্ছিল। অভিনয় চলাকালীন রবীন্দ্রনাথ খবর পেলেন, সুকুমার তাঁর গড়পারের বাড়িতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন এবং এটাও জানতে পারলেন, তিনি এতই অসুস্থ যে, কথা বলার মতো অবস্থাও নেই। পুত্রসম সুকুমারের জন্য কবির মন চঞ্চল হয়ে উঠল। এদিকে সেদিনই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জ্যাঠতুতো দাদা দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাবসান (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২২) হয়েছিল।

সেই পারিবারিক শোকের আবহেই রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুপথযাত্রী সুকুমারকে দেখতে পৌঁছে গেলেন তাঁর গড়পারের বাড়িতে। গুরুদেবকে দেখে কৃতজ্ঞতা আর আনন্দে সুকুমার আত্মহারা! তিনি কবিকে অনুরোধ করলেন দু'টি গান শোনানোর জন্য। কথা বলতে পারছেন না, বই খুলে গানদু'টি দেখিয়ে দিলেন কেবল। রবীন্দ্রনাথ গাইলেন 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' আর 'দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো' গান দু'টি। গানের বাণী আর সুরের তরঙ্গ গড়পারের বদ্ধ ঘরটিকে এক স্বর্গীয় সুষমায় ভরিয়ে তুলেছিল। নিমেষে বিলীন হয়ে গিয়েছিল যাবতীয় ক্লেশ আর বেদনার ভ্রুকুটি। সুকুমারের চোখে জলের ধারা। মুখে অসীম প্রশান্তি। যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই। রবীন্দ্রনাথের গান মিউজিক থেরাপির মতো সুকুমারকে সমস্ত শারীরিক আর মানসিক কষ্ট থেকে ক্ষণিক মুক্তি দিয়েছিল। ১৯২৩ সালে ১০ সেপ্টেম্বর, মৃত্যুর দূত এসে সুকুমারকে নিয়ে গিয়েছিল আনন্দময় চিরশান্তির দেশে। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে বাংলা সাহিত্যের এক বিরল প্রতিভা অকালে ঝরে পড়েছিল।

পরদিন শান্তিনিকেতনে মন্দিরের উপাসনায় সুকুমারকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মত, অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখি নি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।' জীবনের যে কোনও দুঃখবেদনায় রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় ছিল তাঁর গান। সুকুমারের মৃত্যুশয্যায় তিনি যা গেয়েছিলেন, তা কেবলমাত্র সুকুমারের জন্যই নয়, নিজের অশান্ত মনকে শান্ত করার প্রয়াসও ছিল তাতে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গুয়াহাটি ও নিউ তিনসুকিয়া থেকে সাপ্তাহিক সামার স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ২৭ এপ্রিল, ২০২৪: গ্রীষ্মকালীন সময়ে যাত্রীদের আকস্মিক বর্ধিত চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে গুয়াহাটি ও নিউ তিনসুকিয়া থেকে সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন পরিচালন করা হবে। একটি স্পেশাল ট্রেন গুয়াহাটি ও রাজস্থানের শ্রী গঙ্গানগরের মধ্যে এবং অন্যটি তিনসুকিয়া ও এসএমভিটি বাঙ্গালুরুর মধ্যে পরিচালন করা হবে। দুটি ট্রেনই উভয় দিক থেকে ০৯টি করে ট্রিপের জন্য চলাচল করবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য উভয় স্পেশাল ট্রেনে এসি ২-টিয়ার, এসি ৩-টিয়ার ও স্লিপার ক্লাস কোচ থাকবে।

সেই অনুযায়ী ট্রেন নং. ০৫৬৩৬ (গুয়াহাটি-শ্রী গঙ্গানগর) স্পেশাল ০১ মে থেকে ২৬ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার গুয়াহাটি থেকে ১৮:১৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে শনিবার ০৩:৩০ ঘণ্টায় শ্রী গঙ্গানগর পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৩৫ (শ্রী গঙ্গানগর-গুয়াহাটি) স্পেশাল ০৫ মে থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার শ্রী গঙ্গানগর থেকে ১৩:২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে বুধবার ০০:২৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৫৯৫২ (নিউ তিনসুকিয়া-এসএমভিটি বাঙ্গালুরু) স্পেশাল ০২ মে থেকে ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার নিউ তিনসুকিয়া থেকে ১৮:৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে রবিবার ০৯:০০ ঘণ্টায় এসএমভিটি বাঙ্গালুরু পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৯৫১ (এসএমভিটি বাঙ্গালুরু-নিউ তিনসুকিয়া) স্পেশাল ০৬ মে থেকে ০১ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার এসএমভিটি বাঙ্গালুরু থেকে ০০:৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে বুধবার ১৩:১৫ ঘণ্টায় নিউ তিনসুকিয়া পৌঁছবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'কে স্বাগত জানালেন সিপিএমের সৃজন

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : বর্তমান রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্প বাম আমলেই চলত। একটি-দুটি নতুন প্রকল্প যুক্ত হয়েছে। বাম জমানা ফিরলে সেইসব প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের অর্থ সাহায্য আরও দ্বিগুণ হবে, এমনটাই জানালেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। এই সঙ্গে তিনি স্বাগত জানালেন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পকে।

রাজ্যের শাসক দলের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক অস্ত্র হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প। সম্প্রতি এই প্রকল্পে মহিলাদের আর্থিক সাহায্য দ্বিগুণ করা হয়েছে। সেই প্রকল্পে অর্থ সাহায্য আরও দ্বিগুণ হবে, অর্থাৎ ১০০০ টাকা ২০০০ করা হতে পারে বাম রাজত্ব ফিরলে, এমনটাই আশা প্রকাশ করলেন সৃজন।

সৃজনের যুক্তি, এটা মানুষের থেকে কর প্রদত্ত অর্থ, সেটা সরকার মানুষের মধ্যে বিতরণ করছে। সেই অর্থ সাহায্য বাড়ানোর অসুবিধা কোথায়? সৃজন বললেন, 'আমাদের ট্যাক্সের টাকা তৃণমূল যেহেতু সরকারে আছে, সেই টাকা নিচ্ছে, তার একটা অংশ মানুষকে ফেরত দিচ্ছে। আরেকটা বড় অংশ খাটের তলায় ঢুকে পড়ছে। পার্থ, মানিক অনুব্রতরা আমাদের দলে নেই।'

এই সমস্ত সরকারি প্রকল্পতে আর্থিক সাহায্য দ্বিগুণ করা হবে বলেও আশ্বাস বাম প্রার্থীর। তাঁর কথায়, 'আমরা যদি কোনওদিন সুযোগ পাই, মানুষের টাকা যতটা কাজে লাগানোর পুরোটা কাজে লাগাব, তাতে আজকে যিনি হাজার টাকা পাচ্ছেন, তিনি আগামী দিনে ২০০০ টাকা পাবেন হতেই পারে।' অর্থাৎ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা আবারও দ্বিগুণ করে দেওয়া করে যেতেই পারে বলে মত তাঁর।

বাংলাদেশী তরুণদের চিন্তাচেতনায় ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে হবে : স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৭।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন, তরুণদের চিন্তাচেতনায় ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। দেশপ্রেম, দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধের মাধ্যমে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি বলেন, মানবিক সমাজ বিনির্মাণে তরুণদের উদ্ভাবনী জ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাকে কাজে লাগাতে হবে।

তিনি শনিবার সাভারে ব্র্যাক ইয়ুথ প্লাটফর্ম কর্তৃক আয়োজিত পরিবর্তনের উৎসব "আমরা নতুন ইয়াং চেঞ্জমেকার অ্যাওয়ার্ড ২০২৪" অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে ব্র্যাকের মাইগ্রেশন বিভাগ ও ইয়ুথ প্লাটফর্মের সহযোগী পরিচালক শরীফুল হাসান শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। স্পীকার বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনসহ স্বাধীকার আন্দোলনের প্রতিটি পর্বেই তারুণ্যের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে একটি জাতিসত্তার বিকাশে এদেশের যুবসমাজ অবদান রেখেছে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ গড়ার কাজে তরুণরা নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছিল। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুন:নির্মাণের কাজে যখন নিজেকে ব্যাপৃত করেছিলেন ব্র্যাকের স্বপ্নদ্রষ্টা স্যার ফজলে হাসান আবেদ সেসময় শরণার্থী পুনর্বাসন ও ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল নজির স্থাপন করেন। শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে ব্র্যাক বরাবরই এগিয়ে চলেছে। স্পীকার ড় শিরিন শারমিন চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে তরুণরা সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। তরুণদের হাত ধরেই স্বল্পোন্নত দেশ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করবে বাংলাদেশ যা উদীয়মান অর্থনৈতিক দেশগুলোর মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রেখেছে। স্পীকার বলেন, তথ্য প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহে তরুণরা প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করবে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতাগুলোতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করবে। তিনি বলেন, প্রথাগত চাকরির বাইরে ফ্রিল্যান্সিং ও স্টার্টআপ এর মত প্রযুক্তির নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে এদেশের যুবসমাজ নিজেদের নিয়োজিত করবে। স্পীকারের উপস্থিতিতে এসময় চেঞ্জমেকারদের মধ্য থেকে ৫টি প্রজেক্টকে অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়। এরপর তিনি সম্মানিত অতিথি ও বিজয়ীদের সাথে একটি গ্রুপ ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ, ব্র্যাকের মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্লাটফর্মের সহযোগী পরিচালক শরীফুল হাসান, নতুন চেঞ্জমেকারদের মধ্য হতে নানা স্তরের প্রতিযোগী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুলটির সভাতেও এসএসসি চাকরি বাতিল নিয়ে মন্তব্য মমতার

পশ্চিম বর্ধমান, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : গোটা সপ্তাহ জুড়ে বিভিন্ন জনসভায় এসএসসি চাকরি বাতিল নিয়ে মন্তব্য করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবারও তার অন্যথা হল না।

কুলটির নির্বাচনী সভায় বিজেপিকে নিশানা করেন মমতা। তিনি বলেন, "চাকরি তো দেয় না। কিন্তু চাকরি কেড়ে নেয়। যাদের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাদের পাশে দাঁড়াব আমি এবং আমার সরকার।" আসানসোল এবং তদ্‌সংলগ্ন এলাকায় শিল্প হলে বাংলার এক লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরি হবে বলে কুলটির সভা থেকে জানান মমতা।

শুভেন্দুর খলিস্তানি মন্তব্যকে নির্বাচনী প্রচারে হাতিয়ার করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি প্রার্থী সুরেন্দ্র সিংহ অহলুওয়ালিয়ার উদ্দেশে মমতা বলেন, "আপনিও তো শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ। যখন গদ্দার শিখ পুলিশ কর্মীকে খলিস্তানি বললেন তখন কেন চুপ ছিলেন? মুসলিমদের পাকিস্তানি বলার প্রতিবাদ সরব হননি কেন?" একইসঙ্গে আসানসোলে প্রার্থী পরিবর্তন নিয়েও গেরুয়া শিবিরকে আক্রমণ করেন মমতা। কটাক্ষ করেন, 'এবার তো প্রার্থী বদলে গেল বিজেপি! গতবার যিনি বর্ধমান -দুর্গাপুর আসনটি জিতেছিলেন এবার তিনি এই আসনটা ম্যানেজ করেছেন কোনও মতে।'

ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড করিমগঞ্জের পাথারকান্দি, বসতঘর-হারা বহু পরিবার

পাথারকান্দি (অসম), ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : শুক্রবার মধ্যরাতে প্রবল বেগে ধাবিত ঘূর্ণিঝড়ের রোষানলে পড়ে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি সহ আশপাশ এলাকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে এলাকার বহু গৃহস্থের বাড়িঘর মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, তো বহু ঘরের ছাদ উড়ে গেছে। গাছপালা ভেঙেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বহুজন। এছাড়া স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটি উপড়ে পড়ার পাশাপাশি বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিড়ে পড়ে বহু এলাকা অন্ধকারে ডুবে আছে।

বেশি ক্ষতি হয়েছে জুড়বাড়ি-ডেফলআলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ২ নম্বর ওয়ার্ড অর্থাৎ পুরান চাঁদপুরের বাসিন্দা দিনমজুর আব্দুল হান্নানের। ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ করে দিয়েছে তার সম্পূর্ণ বসতঘর। বৃষ্টির জলে ভিজে নষ্ট হয় তার ঘরের বিছানা, আসবাবপত্র সহ জরুরি কাগজপত্র। ফলে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন তিনি।

লুকিয়ে টাকা পাচারের চেষ্টা, মৈত্রীতে চড়ার আগেই গ্রেফতার বাংলাদেশি

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): শনিবার কলকাতা স্টেশন থেকে গ্রেফতার হলেন এক বাংলাদেশি নাগরিক। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ জলিল। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের রায়গঞ্জের শরিয়তপুরে। তাঁর কাছ থেকে ভারতীয় মুদ্রায় ৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে আরপিএফ ও কাস্টমস। পাশাপাশি মিলেছে ১০,৭০০ মার্কিন ডলারও।

সূত্রের খবর, শনিবার কলকাতা স্টেশনে মৈত্রী এক্সপ্রেস ধরতে এসেছিলেন বাংলাদেশের জলিল। সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ আরপিএফ ও কাস্টমস পরীক্ষার সময় তাঁর কাছ থেকে মিক্সচার-গ্রাইন্ডার মেলে।

এটি দেখে সন্দেহ হয় আরপিএফ ইন্সপেক্টর রমেশচন্দ্র জোশীর। তার পর কাস্টমসের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের নির্দেশে গ্রাইন্ডার মেশিনটি খোলা হয়। ভিতরে কালো কাগজে মোড়া রোল দেখা যায়।

যা খুলতেই ভারতীয় মুদ্রায় ৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ও ১০,৭০০ মার্কিন ডলার মেলে। এর পরই টাকা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় জলিলকে। তথ্য না দিয়ে এই অর্থ পাচারের জন্য তাঁকে বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের আইনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে যোগাযোগকারী দুটি ট্রেন রয়েছে। মৈত্রী ও বন্ধন। কলকাতা স্টেশন থেকে চলে ট্রেন দুটি।

সকাল ৭.১০ মিনিটে মৈত্রী এক্সপ্রেস কলকাতা থেকে ছাড়ে। তার আগে যাত্রীদের অভিবাসন দফতর চেকিং করে।

অভিযোগ, এই ট্রেনে পণ্য পাচার চলে রমরমিয়ে। আগে বিএসএফ প্রহরার দায়িত্বে থাকলেও বেশ কিছু মাস আগে তারা দায়িত্ব ছেড়েছে। এখন দায়িত্ব সামলায় আরপিএফ ও জিআরপি। সঙ্গে থাকে কাস্টমস। তা সত্ত্বেও এই ধরণের পাচারের ঘটনা ঘটছে। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রেল কর্তারা।

গরমের জের খুচরো বাজারে সস্তা হল মুরগির ডিম

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): এক ধাক্কায় অনেকটাই কমল ডিমের দাম। গরমের বাড়বাড়ন্তেই কমছে এই দাম। এমনটাই মত পাইকারি ব্যবসায়ীদের।

শীতের মরশুমে খুচরো বাজারে পোলট্রি ডিমের দাম নজির গড়ে প্রতিটি সাত টাকা ছুঁয়েছিল। এর পর মাত্রাতিরিক্ত গরমের জেরে এবার ডিমের দাম কমতে কমতে একেবারে পাঁচ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। আরও দাম কমতে পারে বলেও মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।

একসঙ্গে বেশ কিছু ডিম নিলে সেক্ষেত্রে আরও একটু কম দাম নিচ্ছেন বিক্রেতারা। এই ছবি কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ সব বাজারেই। এই দাম বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া যদিও প্রতি বছরেই হয়ে থাকে বলে জানাচ্ছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ফেডারেশন সংগঠক মদন মোহন মাইতি।

চলতি মাসের শুরুতেও পোলট্রি ডিম জোড়া খুচরো বাজারে বিকচ্ছিল ১৩ টাকায়। অর্থাৎ, একটি ডিমের দাম সাড়ে ছয় টাকা ছিল। সেই দাম সপ্তাহ দুই আগে সামান্য কমে হয় হয় ১২ টাকা। পরে তা আরও কমে দাঁড়ায় ১১ টাকা জোড়ায়। কিন্তু চলতি সপ্তাহে দাম আরও কমে হল ১০ টাকা জোড়া। সুতরাং, একটি ডিমের দাম এখন পাঁচ টাকা।

হাতিবাগান বাজারের ডিম ব্যবসায়ী সনাতন মণ্ডল জানাচ্ছেন, এই গরমে প্রায় ডিম লোকজন কিনছে না বললেই হয়। তাই পোলট্রি থেকে মুরগি এসব ডিমের দাম কমেছে। পোলট্রি ডিম জোড়া ১০ টাকা। বেশি সংখ্যায় নিলে তাই নয় টাকা হচ্ছে। হাঁসের ডিম জোড়া ২০ টাকা। বেশি নিলে ১৯ টাকা। ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ফেডারেশনের তরফে মদন মোহন মাইতি জানান, গরমের ফলে চাহিদা একদম তলানিতে। ডিম ব্যবসা তেমন হচ্ছে না। তাই খানিক দাম কমেছে। দাম কমে এখন একটা পোলট্রি ডিমের দাম দাঁড়িয়েছে ৪ টাকার মত।

লোকসভা নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় এএপি, "যুদ্ধ ঘর"-এর উদ্বোধন করলেন গোপাল রাই

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): দলের শীর্ষ নেতা তিহার জেলে বন্দি, তাতে কি! হাল ছাড়তে নারাজ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। লোকসভা নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় কেজরিওয়ালের দল। এই মর্মে শনিবার দলের সদর দফতরে ""যুদ্ধ ঘর""-এর উদ্বোধন হল। এদিন ওয়্যার রুম-এর উদ্বোধন করেছেন দিল্লির মন্ত্রী তথা এএপি নেতা গোপাল রাই এবং দলের জাতীয় সম্পাদক পঙ্কজ গুপ্তা।

ওয়্যার রুম উদ্বোধন করার পর তিনি বলেছেন, 'লোকসভা ভোটের প্রচারকে পুরো গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই ওয়্যার রুম চালু করা হয়েছে।

এএপি প্রার্থীরা দিল্লির ৪টি আসনে লড়ছেন- পূর্ব দিল্লি, পশ্চিম দিল্লি, দক্ষিণ দিল্লি এবং নতুন দিল্লি লোকসভা। প্রথম পর্যায়ে আমরা চারটি লোকসভা আসনে ঘরে ঘরে প্রচার শুরু করেছি; দ্বিতীয় দফায় দিল্লি জুড়ে সংকল্প সভা চলছে; এখন থেকে আমাদের প্রচারের তৃতীয় পর্ব শুরু হয়েছে সুনিতা কেজরিওয়ালের রোড-শোর মাধ্যমে, সমস্ত নির্বাচনী কার্যকলাপ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য, এই ওয়্যার রুমটি স্থাপন করা হয়েছে যাতে মোট ১২টি বিভাগ রয়েছে।'

তুষার ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে বন্ধ জম্মু-কাশ্মীরের মুঘল রোড

পুঞ্চ, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : তুষার জমা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হল জম্মু ও কাশ্মীরের মুঘল রোড। পুলিশ পীর কি গলির কাছে রাস্তায় বরফ জমার কারণে শনিবার মুঘল রোড বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এপ্রসঙ্গে পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে মুঘল রোড বরফ পড়ে পিছল হয়ে গিয়েছে, এবং আরও পাথর পড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে সেজন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পীর কি গালি ও দুবজানের কাছে অবিরাম তুষারপাতের কারণে রাস্তা পিছল হয়ে গিয়েছে, সেইসঙ্গে রাস্তায় পাথর পড়ার আশঙ্কায় যানবাহন চলাচলও বন্ধ রয়েছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আবহাওয়ার উন্নতি এবং রাস্তা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ থাকবে।

রাজস্থানের বান্সওয়ারায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ৩, গুরুতর আহত ২

বান্সওয়ারা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : রাজস্থানের বান্সওয়ারায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে রাজস্থানের বান্সওয়ারা জেলার ৫৬ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা দেয়। তারফলে ৩ জন যুবকের মৃত্যু হয় এবং আহত হন ২ জন। মৃতদের মরদেহ বাগিদৌড়া কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত মইন এবং আয়ুশ পান্ডেকে বাঁশওয়ারা জেলা হাসপাতাল থেকে উদয়পুরে রেফার করা হয়েছে। বাগিদৌড়া কালিঞ্জরা সড়কে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে কালিঞ্জরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ মর্গে পাঠায়।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় শিলিগুড়ি কলেজের স্ট্রংরুমে বন্দি হল ইভিএম

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : ভোট পরবর্তী স্ক্রুটিনির পর স্ট্রংরুমে বন্দি করা হল ইভিএম।আগামী ৪ জুন অবধি এই স্ট্রংরুম কড়া নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের স্ট্রংরুম করা হয়েছে শিলিগুড়ি কলেজে। শনিবার দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক, মহকুমাশাসক, বিডিও, অবজার্ভার ও রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের এজেন্ট এর উপস্থিতিতে স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে কোন অভাব বা অভিযোগ জানানো হয়নি।তবে বিজেপি প্রার্থীর এজেন্টদের তরফে বেশকয়েকটি অভিযোগ জানানো হয়।এরপর সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে স্ট্রংরুমে সিল করা হয় ইভিএম।

বাগডোগরায় একটি বহুতল আবাসনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : বাগডোগরা শহরের একটি বহুতল আবাসনে ভয়াবহ আগুন।শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ স্টেশন মোড় এলাকায় একটি চিকিৎসকের চেম্বারের জেনারেটর ঘরে প্রথমে আগুন লাগে। তারপর সেই আগুন কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্রুত আবাসনে ছড়িয়ে পড়ে। ওই এলাকায় এদিন লোডশেডিং হয়। তারফলে চিকিৎসকের চেম্বারের এক কর্মচারী জেনারেটর চালু করেন। এরপরেই সেই জেনারেটর কক্ষে আগুন ধরে যায়। সেই আগুন দ্রুত আবাসনের অন্য কক্ষগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। আবাসন থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। এরফলে আবাসনের ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দমকল বিভাগের কর্মীদের বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জেনারেটরের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান।

কোচবিহারে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাইক চালকের

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : কোচবিহার শহর সংলগ্ন ডাওয়াগুড়ি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক চালকের। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার।

জানা গেছে, কোচবিহার থেকে তুফানগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন ওই বাইক চালক। উলটো দিক থেকে চার চাকার একটি ছোট গাড়ি চালিয়ে আসছিলেন মহিলা। ডাওয়াগুড়ি এলাকায় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে প্রাণ হারান মারুগঞ্জের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে,

মমতার সরকারের অধীনে বোমা বিস্ফোরণ, অস্ত্র-গোলাবারুদ সাধারণ বিষয় : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের অধীনে বোমা বিস্ফোরণ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে বিপুল পরিমান অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের ঘটনায় শনিবার অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, 'কর্ণাটকে বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে অভিযুক্তরা মমতা সরকারের রাজ্যে আশ্রয় পায়। অপরাধী, দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীরা যদি কোথাও আশ্রয় পায়, তা পশ্চিমবঙ্গে। এটা কেমন সরকার?...আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এখানে তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে কেমন সরকার? মনে হচ্ছে সেখানে সরকারই নেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের বাঁচাতে লেগে পড়েন।

সন্দেশখালি কাণ্ডে তীব্র খোঁচা দিলীপের

পশ্চিম বর্ধমান, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবাংলায় নেতাদের বাড়িতে ঢুকতে গেলে সেনা নামাতে হবে। শনিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ফের রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ বলেন, 'একবার ভাবুন এখানে ভোট করাতে সিআরপিএফ আনতে হয়। আজ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য কমান্ডো নামাতে হল। আমরা কোথায় পৌঁছে গিয়েছি। পুলিশের কোনও কাজ নেই। সমাজবিরোধীরা এমন দাপাচ্ছে যে কমান্ডো আনতে হচ্ছে। এবার নেতাদের বাড়িতে ঢুকতে গেলে সেনা নামাতে হবে।'

এর পরেই বসিরহাট জেলা পুলিশকে একহাত নিয়ে তিনি বলেন, 'শাহজাহান সিপিএম আমলে পিস্তল নিয়ে ঘুরত। এখন একে৪৭ আর বিদেশি অস্ত্র নিয়ে ঘুরত। ওর বাড়িই থানা ছিল। পুলিশ তো ওর কর্মচারী। যা বলত তাই করত।' বাংলাকে সন্ত্রাসবাদীদের গড় তৈরি করা হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার দেশে দ্বিতীয় দফার লোকসভা নির্বাচনের থাকলেও দুপুর গড়াতেই সকলের নজর ছিল "শাহজাহানের গড়" সন্দেশখালিতে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, ন্যাজাট থানার অর্নগত একটি মাছের ভেড়ি সংলগ্ন বাড়িতে অভিযান চালায় সিবিআই। সেই বাড়ির মেঝের নিচে আগ্নেয়াস্ত্র পেয়ে ডেকে আনা হয় এনএসজি কমান্ডোদের। উদ্ধার করা হয় তিনটি বিদেশি পিস্তল, একটি দেশি পিস্তল, এমনকী পুলিশের কোল্ট রিভলভর। যা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি।

ট্রাক থেকে লক্ষাধিক টাকার যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগে গ্রেফতার চার

শিলিগুড়ি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : টার্মিনালে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক থেকে লক্ষাধিক টাকার যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এনজিপি থানার পুলিশ।ধৃতদের নাম হল জরিফুল আলী, জামশেদ আলী, আলিমুল হক ও হাসান আলী। চারজনই শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা।

জানা গেছে, দুদিন আগে ফুলবাড়ী বাইপাস ট্রাক টার্মিনালে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি ট্রাক থেকে লক্ষাধিক টাকার যন্ত্রাংশ চুরি হয়। যার অভিযোগ এনজেপি থানায় টার্মিনাস কর্তৃপক্ষ দায়ের করেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ শুক্রবার গভীর রাতে তদন্ত করে চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। একই সঙ্গে অভিযুক্তদের কাছ থেকে চুরি হওয়া সামগ্রীও উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন না হেমন্ত সোরেন, আর্জি খারিজ করল বিশেষ পিএমএলএ আদালত

রাঁচি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন না ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। শনিবার তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে বিশেষ পিএমএলএ আদালত। জমি কেলেঙ্কারির মামলায় অভিযুক্ত ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে দিন

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গরমে ঘর ঠাণ্ডা রাখার উপায়

চলছে সারাদেশে তীব্র তাপদাহ। কোথাও যেনো একটু শান্তি নেই। গ্রীষ্মের তাপে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। সারাদিন গ্রীষ্মের রোদে পুড়ছে ঘর-বাড়ি রাতেও যেনো অতিষ্ঠ। এমন পরিস্থিতিতে ঘর ঠাণ্ডা রাখার কিছু উপায় জেনে নিই চলুন.....

বাইরে কম বাতাস কম, যতোটুকু বাতাস বৈছে তাও গরমের ভ্যাপসা। ফ্যানের বাতাসও লু ভাব। ঘরের দেয়াল, এমনকি বিছানা থেকেও যেন তাপ বের হয়।

জলের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে মিশ্রণটি স্প্রে বোতলে ভরে ঘরের পর্দায় স্প্রে করুন। ঘর ঠান্ডা থাকবে।

জলের সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়েও স্প্রে করা যায়। এতে সুগন্ধ ছড়ানোর পাশাপাশি ঘর গরমেও শীতলবোধ হবে।

পর্দাগুলো হালকা ভেজা ভেজা হয়ে থাকলে ফ্যানের বাতাস ঠান্ডা বোধ হয়। আবার ফ্যান না থাকলে বাইরের বাতাসেও ঘর ঠান্ডা থাকে।

টবের দোকানে ছোট, বড় ও মাঝারি আকারের মাটির মালসা পাওয়া যায়। এগুলোয় পানি নিয়ে ঘরের কোনায় সাজিয়ে রাখতে পারেন। এতে ভাসমান মোম, ফুল কিংবা গাছ রাখলে দেখতেও সুন্দর লাগবে।

বিছানায় খুব ভারী কাপড়, যেমন সিল্ক, সাটিন, মখমল কিংবা খুব নকশাদার চাদর বেশি তাপ শোষণ করে। আবার গাঢ় রঙের চাদরও সহজেই তাপ আটকে ফেলে।

এতে বিছানায় বসলে বা শুলে গরম বোধ হয়। তাই এই প্রচণ্ড গরমে হালকা রঙের সুতি কাপড়ের চাদর ব্যবহার করলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যাবে।

ওজন ঝরাতে রাতের খাবারেও থাকুক ওট

ওজন ঝরাতে চোখ বন্ধ করে ওটের উপর ভরসা রাখেন অনেকেই। রোগা হওয়ার ডায়েট ওট ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ। দই দিয়ে হোক কিংবা সব্জি দিয়ে খিচুড়ি, রোগা হওয়ার ডায়েটে ওটের জনপ্রিয়তা কম নয়। উপকারিতাও যথেষ্ট। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার ও নানা ধরনের খনিজ উপাদান। সবচেয়ে বড় কথা ওট একেবারেই ক্যালোরি নেই।

প্রাতরাশে অনেকেই ওট খান, তবে শরীর চাঙ্গা রাখতে রাতে ভাত-রুটির বদলে ওটও খেতে পারেন। পুষ্টিবিদেরা সব সময় রাতে হালকা খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন, সে ক্ষেত্রে ওট কিন্তু ভাল বিকল্প হতে পারে। রাতের খাবারে ওট দিয়ে কী কী সুস্বাদু খাবার বানাতে পারেন, রইল হদিস। ওট পোলাও: তেলে জিরে, তেজপাতা, কাঁচালঙ্কা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি হালকা করে ভেজে নিন। এ বার গাজর, বিন্স, ক্যাপসিকাম দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন মিশিয়ে এক কাপ ওট দিয়ে দিন। খুব সামান্য জল ছিটিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন কিছু ক্ষণ। উপর থেকে লেবুর রস আর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে ওট পোলাও। ওট রেজোতো: কড়াইতে সামান্য মাখন গরম করে তাতে রসুন ফোড়ন দিয়ে ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, মাশরুম, চিকেন আর সামান্য নুন দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। তার পর তাতে ওট দিয়ে দিন। এ বার সামান্য জল দিয়ে দিন। ওট সেদ্ধ হয়ে এলে তার সঙ্গে দুধ, সামান্য পারমেজান চিজ, চিলিফ্লেক্স, অরিগ্যানো আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন ওট রেজোতো। ওট উপমা: আধ কাপ ওট কোনও তেল বা ঘি ছাড়াই কড়াইতে সেঁকে নিন। সেঁকা হয়ে গেলে একটি প্লেটে ঢালুন। এ বার জল গরম করে কড়াইশুঁটি ও গাজর কুচি সেদ্ধ করে নিন। অন্য একটি কড়াইতে এক টেবিল চামচ ঘি দিন। ঘি গরম হলে তাতে গোটা সর্ষে, অড়হড় ডাল, কারি পাতা, কাঁচা লঙ্কা কুচি, হিং ফোড়ন দিন। এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন। পেঁয়াজ ভাজা ভাজা হয়ে এলে তাতে সেদ্ধ করা সব্জি আর নুন দিয়ে নাড়তে থাকুন। এ বার ওট মিশিয়ে তাতে ২ চামচ দই আর সামান্য জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। লেবুর রস আর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

গরমে কাঁচা আম দিয়ে বানিয়ে ফেলুন এঁচোড়ের কালিয়া

বেজায় গরম পড়েছে। রোজই একটু একটু করে তাপমাত্রার পারদ চড়ছে। সঙ্গে তাপপ্রবাহ তো রয়েছেই। সুস্থ থাকতে একেবারে হালকা, তেল-মশলা ছাড়া খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদেরা। তবে, বাজার ভরা পটলের ভিড়ে এঁচোড় চোখে পড়তেই, প্রথমে চিংড়ির কথাই মাথায় আসে। এঁচোড়-চিংড়ির মতো পদ রাঁধতে গেলে আবার তেল-মশলার দিকে হাত টানলে চলে না।

কিন্তু এই গরমে এত রগরগে খাবার তো সহ্য হবে না! তা হলে কী করবেন? কাঁচা আম তো আছে! বানিয়ে ফেলতে পারেন কাঁচা আম দিয়ে এঁচোড়ের কালিয়া। কী ভাবে তৈরি করবেন? রইল প্রণালী।

উপকরণ:

১টি মাঝারি মাপের কাঁচা আম
৫০০ গ্রাম এঁচোড়
আধ চা চামচ গোটা জিরে
১টি তেজপাতা
১টি শুকনো লঙ্কা
২টি ছোট এলাচ
২টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি
১ টেবিল চামচ আদা এবং জিরে বাটা
৩টি কাঁচালঙ্কা
১ চা চামচ জিরে গুঁড়ো
আধ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো
আধ চা চামচ ধনে গুঁড়ো
টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ
১ চা চামচ ঘি
আধ চা চামচ গরমমশলা গুঁড়ো
১ চা চামচ চিনি
স্বাদ অনুযায়ী নুন

প্রণালী:

প্রথমে এঁচোড়ের খোসা ছাড়িয়ে, কেটে তা নুন-হলুদ জলে ভিজিয়ে রাখুন। কাঁচা আম খোসা ছাড়িয়ে পাতলা করে কেটে নিন।

প্রেশার কুকারে এঁচোড় সেদ্ধ করে রাখুন।

এ বার কড়াইতে সর্ষের তেল গরম হলে জিরে, তেজপাতা, ছোট এলাচ এবং শুকনো লঙ্কার ফোড়ন দিন। তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে থাকুন। তার মধ্যে দিয়ে দিন আদা, জিরে বাটা।

ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে গরম মশলা বাদে সব রকম গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিন। টোম্যাটো কুচি দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন।

তেল ছেড়ে এলে আমকুচি দিয়ে দিন। সামান্য জল দিয়ে সেদ্ধ হতে দিন।

আম একটু নরম হয়ে গেলে সেদ্ধ করা এঁচোড় দিয়ে দিন। নুন, চিনি দিয়ে ভাল করে নেড়েচেড়ে আরও একটু জল দিন।

নামানোর আগে উপর থেকে ঘি, গরমমশলা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

অফিস থেকে প্রিয়জন বাড়ি ফিরলে বানিয়ে দিতে পারেন শাহি লস্যি

বৈশাখের গরমে নাজেহাল শহর থেকে শহরতলি। উষ্ণতার মরসুমে শীতলতা খুঁজতে ব্যস্ত সকলেই। গ্রীষ্মের দাপটে কোনও কিছুতেই যেন স্বস্তি মিলছে না। তবে এই গরমে বাড়িতে অতিথি এলে আপ্যায়ন নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়তে হচ্ছে। অন্য সময় ধোঁয়া ওঠা এক কাপ গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আড্ডা শুরু করা যেত। কিন্তু হাঁসফাঁস করা গরমে চা সে ভাবে টানছে না।

বরং ঘন ঘন ফ্রিজের ঠান্ডা জলে গলা ভেজাতে মন চাইছে। তবে বাড়িতে অতিথি এলে বানিয়ে দিতে পারেন শাহি লস্যি। রইল প্রণালী।

উপকরণ: ১ কাপ টকদই
১ স্কুপ ভ্যানিলা আইসক্রিম
১ টেবিল চামচ ভ্যানিলা আইসক্রিম
আধ টেবিল চামচ কেশর
আধ কাপ জল
১ টেবিল চামচ টুকরো কাঠবাদাম

প্রণালী:

টকদই, চিনি, জল এবং ভ্যানিলা আইসক্রিম একসঙ্গে মিশিয়ে ব্লেন্ডারে ভাল করে মিশিয়ে নিন। অন্য একটি পাত্রে ১ চামচ জলে কেশর ভিজিয়ে রাখুন।

কেশর ভেজানো জল তৈরি করে রাখা লস্যির মধ্যে ঢেলে দিন। চামচ দিয়ে ধীরে ধীরে মিশিয়ে নিন। তার পর কিছু ক্ষণ ফ্রিজে রেখে দিন। পরিবেশন করার আগে লস্যির উপরে ড্রাই ফ্রুটস এবং কাঠবাদামের টুকরো সাজিয়ে দিন।

দই দিয়ে বানিয়ে দিতে পারেন রকমারি খাবার

গরমে সুস্থ থাকতে টক দই খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। টক দই পেট ঠান্ডা রাখে। এই তীব্র দহনজ্বালা থেকে বাঁচকে ভরসা হতে পারে দই। চিকিৎসকেরাও নিয়ম করে টক দই খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। তবে বাড়ির খুদেরা অনেক সময় টক দই খেতে চায় না। বায়না করে। নানা রকম ভাবে ভুলিয়ে খাওয়াতে গিয়ে কালঘাম ছোটে। অথচ এই তীব্র গরমে টক দই খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

তবে একান্ত খেতে না চাইলে টক দই দিয়েই অন্য কিছু বানিয়ে দিতে পারেন।

প্যানকেক- সকালে খাবারে ওট বাদ দিয়ে এক দিন দই দিয়ে বানানো সুস্বাদু প্যানকেক খেয়ে দেখতে পারেন। দই দিয়ে প্যানকেক বানালে বেশ নরম হয়। সেই সঙ্গে ভাল ফোলেও। খেতেও দুর্দান্ত হয়। দইয়ের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে একটি ঘন মিশ্রণ তৈরি করে প্যানকেক বানান। খুদেকে টিফিনে দিলে চেটেপুটে খাবে।

পাস্তা সস হোয়াইট সসউইথ পাস্তা অনেকেরই পছন্দের খাবার। হোয়াইট সসচাইলে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন দই দিয়ে। দইয়ের সঙ্গে কুচনো রসুন, মশলা এবং পাস্তা সেদ্ধ জল দিয়েই বানিয়ে নিন সস এই সসদিয়ে পাস্তা বানালে রেস্তরাঁর মতো খেতে হবে।

স্মুদি- শরীর ঠান্ডা করতে দই দিয়ে বানাতে পারেন সুস্বাদু স্মুদি। বাড়িতে ফল থাকলে টুকরো করে কেটে নিন। দই আর ফল একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিলেই তৈরি স্মুদি। উপর থেকে বরফকুচি ছড়িয়ে দিলে খেতে মন্দ লাগবে না। মন-প্রাণও জুড়িয়ে যাবে।

গরমে বাড়ির গাছের খেয়াল কীভাবে রাখবেন

বৈশাখের তীব্র দহনজ্বালা। তাতেই ওষ্ঠাগত প্রাণ। মানুষের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বাড়িতে থাকা সাধের গাছগুলোর কী হাল? এই সময় কিন্তু তাঁদের বাড়তি খেয়াল রাখতে হবে। বাড়িতে রাখা গাছে কতটা জল দেওয়া প্রয়োজন? কতটাই বা সার দেবেন? জেনে রাখুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

ছোট্ট ছোট্ট গাছ। তাতেই অন্দরমহলের সৌন্দর্য বেড়ে যায়। এদের খেয়াল রাখতে গিয়ে কয়েকটি ভুল এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। গাছে জল দেবেন, তবে অতিরিক্ত নয়। অনেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে গাছে ঘন ঘন জল দিয়ে ফেলেন। এতে গাছের ক্ষতি হয়। প্রত্যেক গাছের আলাদা পরিমাণ জল গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তা বুঝে তবেই জল টবে দিন। এই গরমেও সময়ও এটা মাথায় রাখবেন।

জলের পাশাপাশি গাছের আলোরও প্রয়োজন হয়। কোনও গাছের জন্য রোদ প্রয়োজন, কোনও গাছ আবার শুধু ছায়ায় রাখা উচিত। এই বিষয়গুলি জেনেই গাছ কিনুন। অবশ্য যা গরম পড়েছে তাতে গাছের পাতা শুকোবেই। পারলে গাছগুলো একটু ছায়াতেই রাখার বন্দোবস্ত করুন। ভুল সার ব্যবহার করলেও গাছ নষ্ট হয়ে যায়। আর বাজারের অনেক সারের মধ্যে রাসায়নিক উপাদান থাকে। তাতে গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই জৈব সারের উপর ভরসা রাখুন।

কোনও কোনও গাছের একটু বেশি আর্দ্রতা প্রয়োজন হয়। সে খেয়াল অনেকেই রাখেন না। এতে গাছের ক্ষতি হয়। চাইলে বাড়িতে স্প্রে রাখতে পারেন। যাতে পাতাগুলিতেও জল দেওয়া যায়। খুব প্রয়োজন না পড়লে গাছের টব পালটানো উচিত নয়। এতে গাছের খুবই ক্ষতি হয়। প্রথমেই ঠিক করে নিন কোন টবে কোন গাছ রাখলে ভাল হয়।

গরমে চেনা রান্নায় দিন কাঁচা আমের ফোড়ন

গরম অনেকেরই পছন্দের ঋতু। তার একমাত্র কারণ যদিও আম। কেবল গরমেই তো দেখা মেলে এই ফলের। আম খেতে ভালবাসেন না এমন মানুষ খুব কমই আছেন। পাকা আম তো বটেই কাঁচা আমপ্রেমীদের সংখ্যাও নেগাত কম নয়। তীব্র দাবদাহে পেটকে স্বস্তি দিতে রান্নায় যত কাঁচা আমের ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। আম দিয়ে চাটনি, আম ডাল, আমের টকবাঙালির হেঁশেল জুড়ে এখন শুধুই আমের রাজত্ব।

তবে চেনা রেসিপির বাইরেও স্বাদে খানিক বদল আনতে বানাতে কাঁচা আম দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন আরও নানা পদ। রইল কাঁচা আম দিয়েই তৈরি করা যায় এমন ৫ টি পদের হদিস।

কাঁচা আমের স্যালাড: কাঁচা আম লম্বা লম্বা করে কুচিয়ে নিন। এ বার অল্প কাঁচালঙ্কা, আদা কুচি, ধনেপাতা কুচি, গুড়, তেঁতুলের ক্বাথ আর বিট নুন মিশিয়ে মিক্সিতে এক বার ঘুরিয়ে নিন। খুব মিহি মিশ্রণ করার প্রয়োজন নেই। এবার একটি পাত্রে কাঁচা আম, পেঁয়াজ কুচি, বাদাম কুচি, লেবুর রস আর বানিয়ে রাখা মিশ্রণটি ভাল ভাবে মিশিয়ে নিন। গরমের দিনে ঠাণ্ডা আমের স্যালাড উপভোগ করুন।

কাঁচা আমের চাটনি: কাঁচা আম টুকরো করে কেটে নিয়ে তার সঙ্গে আদা, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, নুন, চিনি আর সামান্য শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে মিক্সিতে ভাল করে বেটে নিন। সাধারণ ডাল-ভাতের সঙ্গেও এই চাটনি নিয়ে নিলে জমে যাবে দুপুরের খাবার।

ম্যাঙ্গো রাইস: প্রথমে ভাত রান্না করে নিন। চাল একটু শক্ত থাকতে থাকতে নামিয়ে নিন। কাঁচা আম ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে কুরিয়ে নিন। এ বার কড়াইতে তেল দিন। এর মধ্যে দিন বাদাম। হালকা নাড়াচাড়া করে তুলে রাখুন। এ বার ওই কড়াইতে আরও একটু তেল দিয়ে এর মধ্যে সর্ষে, শুকনো লঙ্কা, ছোলার ডাল এবং বিউলির ডাল, আদা কুচি, কাঁচা লঙ্কা এবং কারি পাতা ফোঁড়ন দিন। এর পর নুন এবং হলুদ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। হালকে আঁচে ভেজে নিন। একটু ভাজা হলে কুরিয়ে রাখা আম দিয়ে দিন। মিনিট পাঁচেক পর ভাত দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। উপর থেকে বাদাম কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

আম মুরগির ঝোল: হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাঁচালঙ্কা বাটা, আদা বাটা, পেঁয়াজ-রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে মাংস মাখিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। ঘণ্টাখানেক পর ফ্রিজ থেকে বার করুন। তার পরে কড়াইতে তেল গরম হলে শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ও সাদা জিরে ফোড়ন দিন। এরপর মাখিয়ে রাখা মাংসটা তার মধ্যে দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। কষা হয়ে গেলে অল্প জল দিন। তার পর খানিকক্ষণ চাপা দিয়ে আর একটু কষুন। মাংস খানিক সেদ্ধ হয়ে গেলে তাতে কাঁচা আমের টুকরোগুলো দিয়ে দিন। তার পর আবার কিছু ক্ষণ চাপা দিয়ে রাখুন। মাখোমাখো হয়ে এলে নামিয়ে নিন। উপরে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

আম কাতলার রসা: কড়াইতে তেল গরম করে নুন, হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রাখা কাতলা মাছগুলি হালকা করে ভেজে নিন। এ বার মাছগুলি তুলে নিয়ে সেই তেলেই কালোজিরে ও কাঁচালঙ্কা ফেঁড়ন দিন। লম্বা টুকরো করে কেটে রাখা আম কড়াইতে দিয়ে দিন। স্বাদ মতো নুন, হলুদ দিয়ে নাড়াচড়া করুন। এ বার সামান্য জল দিয়ে কড়াই ঢেকে দিন। আম ভাল করে সেদ্ধ হয়ে গেলে ভাল করে ঘেটে নিন। এ বার সর্ষে বাটা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মশলা তেল ছেড়ে এলে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিন। স্বাদ মতো চিনি দিন। ঝোল ফুটে উঠলে ভেজে রাখা মাছগুলি দিয়ে মিনিট পাঁচেক ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। তার পর ঢাকা খুলে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন আম কাতলার রসা।

এসবিআইআই লাইফ চালু হয়েছে আইডিশনএক্স

২৭ এপ্রিল।। দেশের সবথেকে বেশি ভরোসেমন্দ ব্যক্তিগত জীবন বীমা কোম্পানি থেকে এক, এসবিআই লাইফ ইনস্যোরেন্স, "আইডিশন এক্স"-এর প্রথম সংস্করণ চালু হয়েছে। এটি একটি নেতৃস্থানীয় পহেল করে, যে বিমা শিল্পে ভবিষ্যতে বিপ্লব করতে হয়। এই ইনোভেটিভ প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য দেশকে ভর করে বি-স্কুলগুলিকে, নতুন-নিয়ে রিসার্চ এবং লাইক থেকে হটিয়ে জীবন বিমা সমাধান পেশ করার জন্য উৎসাহিত করা, যারা গ্রাহকদের নিত নতুন বিন্যাস নিয়ে চিন্তাভাবনা করে সংবোধিত করে এবং সাথে থাকে। সঙ্গে ভারতের জীবন বিমা ক্ষেত্র কে দশা ও দিক নতুন আকার দিতে পারে। এই পহলটির পিছনে মূল উদ্দেশ্য যুবক এবং তাদের চিন্তাভাবনা অন্তর্ভুক্ত করা বিভিন্ন শর্তের স্বীকৃতি এবং তাদের প্রয়োজনগুলি পূরণ করা পণ্যগুলির সমাধানের জন্য সংযুক্ত করা উপস্থাপন করা।

২০৩০ তে তিসারিতে সবচেয়ে বড় অর্থনীতি তৈরির জন্য ভারত কা সুনহারা ভবিষ্যত বীমা শিল্পের জন্য একটি বিশাল সুযোগ উপস্থাপন করে। ভারতের ৩ শতাংশ বিমা প্যাথের সাথে এটির বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে, যা লক্ষ লক্ষ লোকের আর্থিক সুরক্ষা, ডিজিটাল পরিবর্তন, এবং ইনকাম তৈরি করে।

আইআরডিআই কে "২০৪৭ পর্যন্ত সকলের জন্য বিমা" কে বিজন কে আত্মসাত করে এসবিআই লাইফ কে ''আইডিয়েশনএক্স''-এর লক্ষ্য নবচার এবং চিন্তাধারা থেকে এল লিডারশিপ প্রদানের সাথে সাথে-যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের নির্দেশক সশক্ত করা হয়, অনেক সময় ব্যবহারকারী এবং এই অঞ্চলের জন্য সুবিধামন্দ প্রমাণ হবে। এসবিআই লাইফ-আইডিশন এক্সের উদ্বোধনী সংস্করণে পুনে এনআইএ, আহমেদাবাদে নির্মা, মুম্বইতে এসআইইএস, মুম্বইয়ে কেজে সোমায়া, ত্রিপুরা যদিলা, কোলকাতাতে আইএমআই, গুড়গ্রামে বিএমএল মুঞ্জাল, হায়দ্রাবাদে আইএমটি এবং বাঙ্গলুরুতে এক্স আই এম ই মত বি-স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ১০০০ থেকে আরও যুবাদের উৎসাহী পার্টনার দেখা গেছে। স্ক্রীনিং টেস্টের পরে প্রায় ৩২০ শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের বেছে নেওয়া হয়েছে এবং শেষ সফরে প্রতিটি দলে পাঁচের আটটি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইন আট ফাইন লিস্ট দলে থেকে, এক্স আই এম ই ব্যাংলোর আপনার অপ্রচলিত ঐতিহ্যগত চিন্তার জন্য এসবিআই লাইফ আইডিশন এক্সভিনারের প্রতি খিতাবকে দাবি করে নির্বাচিত ছেলে তৈরির উভরা, যার উদ্দেশ্য আজকের গ্রাহকদের এবং বৃহত্তর শিল্পের অনূথী রোগের প্রয়োজনগুলি সম্পূর্ণ করা।

এসবিআই লাইফ ইন্স্যোরেন্স কে চিফ একচুয়ারি এবং চিফ রিস্ক অফিস, শ্রী সুভেন্দু বাল বলেছেন, আমরা এসবিআই লাইফ আইডিয়েশন এক্সের প্রথম সংস্করণের জন্য জঙ্গি দেশটির প্রতিক্রিয়া থেকে অভিভূত। ভর্তি বি-স্কুল ছাত্রদের বিমার ক্ষেত্রের জন্য আউট-অফ-দ-বক্স সমাধানের জন্য উৎসাহিত করা হবে। তিনি বলেন, যুব ছাত্রদের দ্বারা উপস্থাপিত অসাধারন চিন্তা প্ল্যাটফর্মের গুরুত্ব প্রদান করে, শিল্পের লিডার্সে স্প্রিং-বোর্ড পরিচালনা ছাত্রদের সমাধান উপস্থাপন করে এবং সৃজনশীল চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়। সকলের জন্য বিমার জন্য নিয়ামকের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝানোর জন্য, এটা জরুরি যে আমরা ভবিষ্যতের নেমগুলোকে সার্বভৌমিক বিমার জন্য নকশা তৈরি করার জন্য প্রস্তুত করুন। আইডিশনএক্স নে আমাদের দেশের যুবকদের সারাহনীয় জুনুন এবং সমর্পন দেখানো হয়েছে, সাধারণ সৃষ্টিশীলতা এবং সহজতা প্রদর্শন করা হয়েছে। চিন্তায় কেবলমাত্র জীবন বিমা ন্যাটানাল তাদের নতুন আকার প্রদান করে, বরং আমাদের দেশের সামাজিক-আর্থিক ধাঁচেও উৎসাহিত করার ক্ষমতা হয়। সঙ্গে মিলার, না শুধুমাত্র জীবন নিরাপদ, আমরা যেমন একটি ভবিষ্যত আকার দেওয়া হয়, যেখানে বীমা দেশের প্রতিটি ব্যক্তি এবং উদ্যোগের জন্য আর্থিক পরিকল্পনার ভিত্তি হবে।

কংগ্রেসের ইস্তেহার দেশের বিরুদ্ধে অন্যায়ের পত্র : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারের তীব্র বিরোধিতা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর মতে, 'কংগ্রেসের ইস্তেহার দেশের বিরুদ্ধে অন্যায়ের চিঠি, দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। এই ইস্তেহার সমগ্র দেশের জন্য একটি সতর্কবার্তা যে, তাঁরা যখন ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে, তখনও দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁদের মনোভাব কী।'

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'আমরা ইউপিএ সরকারের সময়েও এমনটা দেখেছি এবং এখন যখন তাঁরা ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে, তবুও একই মানসিকতা নিয়ে কাজ করছে। আমি মনে করি, কংগ্রেসের এই ইস্তেহারকে মাথায় রেখে নির্বাচনের পরবর্তী ৫ দফার জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, প্রথম দফার ভোটের আগে আমরা উন্নয়ন, দেশের নিরাপত্তা ও দরিদ্র কল্যাণ প্রকল্পগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেশের জনগণের কাছে নিজেদের মতামত তুলে ধরেছি। একই সময়ে কংগ্রেসের ইস্তেহার আসে, এটা কংগ্রেসের ন্যায় পত্র হতে পারে, কিন্তু এটা দেশের প্রতি অবিচার...ইস্তেহারে তাঁরা বলেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী খাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং কংগ্রেস তা বাস্তবায়নেরও উদ্যোগ নেবে।

আমি মনে করি এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ সম্পূর্ণরূপে গোমাংস এড়িয়ে চলে এবং আমরা গোরুকে মায়ের মতো মনে করি, গোহত্যা কোনও ভারতীয় মেনে নেবে না।'

দ্বিতীয় দফার ভোটের পর বিজেপির লোকজন হতাশায় ভুগছে : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : দ্বিতীয় দফার ভোটের পর বিজেপির লোকজন হতাশায় ভুগছে। ভারতীয় জনতা পার্টিকে একহাত নিয়ে এই মন্তব্য করলেন আরজেডি নেতা তথা বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। তিনি বলেছেন, জনতা বলছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে কথা বলা কঠিন, চাকরি পাওয়া কঠিন, উন্নয়ন নিয়ে কথা বলা কঠিন।

শনিবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী এতটাই মিথ্যা বলেছেন যে, দেশের মানুষ আর সহ্য করতে পারছেন না... তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদী) শিক্ষা, ওষুধ, আয়, সেচ, কৃষক, কর্মসংস্থান নিয়ে কথা বলেন না... প্রথম দফাতেই "৪০০ পার" ছবিটি ফ্লপ হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ছবিটি মোটেও চলেনি।'

সন্দেশখালির তল্লাশির পরদিনই তোপ মমতার

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): মেঝের নিচে লুকনো বিদেশি অস্ত্রশস্ত্র! সন্দেশখালিতে সিবিআই, এনএসজির তল্লাশিতে মিলেছে অস্ত্রভাণ্ডারের খোঁজ। তা নিয়ে ভোটবঙ্গে চলছে ফের জোর চাপানউতোর। আর ঠিক তার পরদিনই এক্স হ্যান্ডলে বিজেপিকে তীব্র নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর তোপ, 'বিজেপির ডুবন্ত জাহাজকে কেউ বাঁচাতে পারবে না'।

মমতা লেখেন, 'দ্বিতীয় দফায় লোকসভা নির্বাচনের পর বিজেপি রাজ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে। টাকা এবং পেশিশক্তির জোরে ভোট বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে। ঘাটাল এবং ঝাড়গ্রামে জনসভা করেছি। মানুষের শক্তি ঠিক কতটা তা নিজে চোখে দেখেছি। বিজেপির ডুবন্ত জাহাজকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। জয় অনিবার্য।'

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালির রহস্যময় বাড়ি থেকে এমন পিস্তলও উদ্ধার হয়েছে, যা শুধুমাত্র পুলিশই ব্যবহার করতে পারে। তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে চলছে চর্চা। ঠিক তার পরদিনই এক্স হ্যান্ডলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্ট যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

তুচ্ছ বিষয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল; অশান্ত মুর্শিদাবাদের ভরতপুর; ব্যাপক বোমাবাজি

মুর্শিদাবাদ, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের ভরতপুর এলাকা। শনিবার সকালে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা শুরু হয়, ক্রমে তা বড় আকার নেয়। শুরু হয় ব্যাপক বোমাবাজি। বোমার আঘাতে অন্তত ১০ জন জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের অনুগামীদের সঙ্গে ব্লক সভাপতি নজরুল ইসলাম ওরফে টারজানের অনুগামীদের সংঘর্ষে শনিবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। স্থানীয় সূত্রে খবর, সরডাঙ্গা বিন্দারপুর গ্রামে এক পক্ষের ছাগল অন্য পক্ষের ফসল খেয়ে নেওয়া

পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাম ছাত্র মিছিলকারীদের

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার বাম যুব সংগঠনের নেতৃত্বে চাকরিহারাদের বিক্ষোভে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যায় সল্টলেকের এসএসসি ভবনের সামনে। তাঁদের বিক্ষোভ পুলিশি বাধার মুখে পড়ে। শুরু হয় দু'পক্ষের ধস্তাধস্তি।কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে চাকরি বাতিল হয়েছে প্রায় ২৬ হাজার জনের। তার পর থেকেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। চাকরিহারাদের একাংশের দাবি, তাঁদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি খোয়ালেন। সেই দাবিতে পথে নামেন সদ্য চাকরিহারারা।

বাম যুব সংগঠনের নেতৃত্বে শনিবার এই অভিযানে শামিল হন চাকরিহারাদের একাংশ। বাম যুব সংগঠনের তরফে বলা হয়েছিল তারা স্কুল সার্ভিস কমিশনকে একটি স্মারকলিপি দেবে। সেই মোতাবেক মিছিল করে চাকরিহারারা এসএসসি ভবনের সামনে পৌঁছলেই পুলিশ আটকে দেয়। এসএফআই, ডিওয়াইএফআই-সহ বাম যুব সংগঠনের নেতৃত্ব ছিলেন শনিবারের মিছিলে। বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, এসএফআই-র একাধিক রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বচসা শুরু হয় পুলিশের। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন কর্মীকে পুলিশ আটক করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দ্রুত তাঁদের না ছাড়লে আন্দোলনের দাপট আরও বাড়বে বলে সুর চড়াতে দেখা যায় মীনাক্ষীদের। এদিকে বিধাননগর পুলিশের আধিকারিকরা সাফ জানান করুণীময়ী থেকে আর এগোনা যাবে না। কিন্তু, এসএসসি ভবন যেতে অনড় বাম কর্মীরা। তাতেই আরও তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ভেঙে ফেলা হয় একের পর এক ব্যারিকেড।রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে মীনাক্ষী বলেন, "গোটা রাজ্যের সরকার অপরাধীদের বাঁচানো ছাড়া কোন কাজ করেছে? যাঁরা অযোগ্য, যাঁরা ঘুষ নিয়েছিল তাঁদের ধরতে পারে না। সেলাম ঠুকছে। যাঁরা প্রতিবাদ জানাতে এসেছিল তাঁদের নিয়ে গিয়েছে। ব্যারিকেডের সামনে দাঁড়িয়ে প্ররোচনা দিয়েছে। আগে ওদের ছাড়বে। তারপর আমরা আমাদের স্মারকলিপি এসএসসি-র অফিসে দেব।"

নয়া ছক চিনের! ভারতীয় গাড়ি-সহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের নিয়ন্ত্রণে এবার বাংলাদেশে চিনা কোম্পানি

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): ভারতকে রুখতে এবার কী তাহলে নতুন ছক কষছে চিন! অন্তত চিনের কোম্পানির বাংলাদেশে অতি তৎপরতার পর এমনটাই মনে হচ্ছে। ভারতীয় গাড়ি-সহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে বাংলাদেশে তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে চিনা কোম্পানি। যৌথ ভাবে গাড়ি তৈরির কারখানা প্রস্তুত করতে চাইছে চিনা তিন কোম্পানি। আকিজ গ্রুপ ও এসিআই মটরস-সহ বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি কোম্পানি যৌথ কারখানা প্রতিষ্ঠায় এগিয়েও এসেছে। মূল যন্ত্রাংশ চিনে তৈরি হলেও, এর পুরো অ্যাসেম্বেল হবে বাংলাদেশে।

ভারতের বাজারে চিনা কোম্পানির গাড়ি রফতানির ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ রয়েছে। প্রতিবন্ধকতা রয়েছে ভারতে বৈদ্যুতিক সামগ্রীর চিনা কোম্পানির বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও। তাই বিকল্প পন্থা হিসেবে বাংলাদেশে যৌথ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ভারতের গাড়ি, লিথিয়াম ব্যাটারি, মোবাইল তৈরির কারখানা-সহ বিভিন্ন পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছে চিন। ভারত বিশ্বের দামী ব্রান্ডের মোবাইল সহ ইলেট্রনিক্স কোম্পানির পণ্য উৎপাদনে গিয়েছে। বৈদ্যতিক গাড়ি নির্মাতা টেসলা-সহ বিশ্বমানের নামিদামি অনেক কোম্পানি ভারতে যৌথ এবং একক মালিকানায় কারখানা তৈরি করছে। আবার অনেক কোম্পানি ভারতে কারখানা তৈরির প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এতে চিনের অনেক পণ্যের বাজার ছোট হয়ে এসেছে। বাংলাদেশে গাড়ি, মোবাইল, লিথিয়াম ব্যাটারা-সহ ইলেকট্রনিক্স পণ্যের বাজার ছোট হলেও যৌথ মালিকানায় কারখানা তৈরি করে উৎপাদন করে ভারত-সহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে রফতানি করতে পারবে। এতে উভয় দেশ লাভবান হবে বলে মনে করছেন বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদরা।

চিনের তিনটি অটোমোবাইল কোম্পানির প্রতিনিধি-সহ আনহুই প্রাদেশিক গণ-কংগ্রেসের ১৭ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল বিনিয়োগের আগ্রহ জানিয়ে গত ২৩ এপ্রিল বাংলাদেশ সফরে এসে ছিলেন। তারা বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

এর মধ্যে চিনা কোম্পানি চেরি অটোমোবাইল বাংলাদেশে নিজেদের বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) কারখানা স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করে, আর জিয়াংহুয়েই অটোমোবাইল কোং লিমিটেড এবং ফোটন মটরস ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাস প্রস্তুতকারক কারখানা স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

এছাড়া ফর্কলিফট উৎপাদনে বিশেষায়িত আরেকটি চিনা কোম্পানি---হেলি বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথভাবে এদেশে একটি কারখানা স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। একইভাবে চিনের গোশান হাইটেক কোম্পানি লিমিটেড উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি উৎপাদনের জন্য একটি কারখানা স্থাপন করতে চায় বলে জানিয়েছে।

চিনা প্রতিনিধি দলটি গত ২২ এপ্রিল বাংলাদেশে আসে, গত ২৪ এপ্রিল তারা বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। চিনা প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মতবিনিময় বৈঠকে চেরি অটোমোবাইল কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে বৈদ্যুতিক গাড়ি ও ও লিথিয়াম ব্যাটারি উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপনে বিনিয়োগে আগ্রহের কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের আকিজ গ্রুপ সহ একাধিক কোম্পানি। চিনা প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মিটিং করেছেন বাংলাদেশের এনার্জি প্যাক এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমায়ুন রশিদ। তিনি বলেন, তারা চিনের জেএসি এবং হেলি কোম্পানির সঙ্গে রেফ্রিজারেটেড কাভার্ড ভ্যান, কাভার্ড ভ্যান ও স্ট্রিট লাইট ম্যাইনটেনেন্স এর কাজে ব্যবহৃত ক্রেন-সহ স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যাল উৎপাদনে কাজ করছেন। হুমায়ুন রশিদ বলেন, চিনের আনহুই প্রাদেশিক সরকার চায় বাংলাদেশে তাদের কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ বাড়ুক। চিনা কোম্পানির সঙ্গে আমরা ইলেকট্রিক বাস ও ইলেকট্রিক ট্রাক সংযোজন করবো। ইতোমধ্যে আমরা ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছি। আরও ৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে।

বাংলাদেশের এসিআই মটরসও চিনা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশে যাত্রীবাহী বাস ও অন্যান্য যানবাহন উৎপাদন ও সংযোজন খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। চিনা কোম্পানিগুলোর সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশের ফোটন প্রি-ম্যানুফ্যাকচারিং করবে। এছাড়া, একটি চিনা কোম্পানি লিথিয়াম ব্যাটারি উৎপাদনে আগ্রহী, এসিআই মটরস তাদের সাথে যৌথভাবে লিথিয়াম ব্যাটারিও উৎপাদন করবে। চিনা চেরি অটোমোবাইল কোম্পানির সাথে যৌথভাবে যাত্রীবাহী বাস উৎপাদনেও আগ্রহী।

বিসিসিসিআই এর মহাসচিব আল মামুন মৃধা বলেন, চিনের কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য ব্যবসায়িক অংশীদার খুঁজতে এসেছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। তারা চিনা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন- জানান তিনি। ব্যবসায়ী আল মামুন মৃধা জানান, আনহুই প্রদেশের একটি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত (এগ্রো প্রসেসিং) কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তা প্রতিনিধিদলে ছিলেন। তারা বাংলাদেশের কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। গত বছর বাংলাদেশে একটি বৈদ্যুতিক গাড়ির সংযোজন কারখানা স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে চিন। আগস্টে, ঢাকায় চিনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছিলেন, চিনা বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক গাড়ি সংযোজন প্ল্যান্ট স্থাপন করলে— একটি সম্ভাবনাময় বাজারে প্রবেশ করবে, এ থেকে বাংলাদেশও লাভবান হবে। বৈঠকে চিনের প্রতিনিধিদলটির নেতৃত্ব দেন আনহুই প্রাদেশিক গণ-কংগ্রেসের ভাইস চেয়ারম্যান ওয়েই জিয়াওমিং। বাংলাদেশে চিনা দূতাবাসের বাণিজ্যিক কাউন্সেলর সং ইয়াং-ও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আগামী কয়েকদিন জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টির সম্ভাবনা, হতে পারে তুষারপাতও

জম্মু, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার থেকে আগামী কয়েকদিন জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার রাত থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জম্মু ও কাশ্মীরে শনিবার থেকে আগামী কয়েকদিন আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘন্টায় শ্রীনগরে ৪.৫ মিমি, কাজীগুন্ডে ১০.২ মিমি, পহেলগামে ২০.৮ মিমি, কুপওয়ারায় ১৫.১ মিমি, কোকেরনাগে ৯.৮ মিমি এবং ৮৬ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

হেলিকপ্টারে উঠতে গিয়ে হোঁচট খেলেন মমতা

পশ্চিম বর্ধমান, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : আবার চোট পেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার দুর্ঘটনা দুর্গাপুরে। শনিবার আসানসোলে লোকসভা ভোটের দু'টি প্রচারসভা রয়েছে মমতার। দুর্গাপুর থেকে হেলিকপ্টারে সেখানেই যাচ্ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কপ্টারে উঠে আসনে বসার সময়ে আচমকাই পড়ে যান।

একটি ভিডিয়ো ফুটেজে ধরা পড়েছে গোটা ঘটনাটিই। তাতে দেখা যাচ্ছে, গাড়ি থেকে নেমে হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন মমতা। সিঁড়ি ধরে উঠছিলেন। ধীরে ধীরে হেঁটে ভিতরে প্রবেশও করেন। কিন্তু আসনের সামনে পৌঁছেই অল্প হোঁচট খান। তার পরে আসনের সামনেই পড়ে যান মমতা।

মাস দেড় আগেই আহত হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাড়িতে পড়ে গিয়ে কপালে আঘাত লেগেছিল তাঁর। গত ১৪ মার্চ সেই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়, সেলাইও পড়ে ক্ষতস্থানে। তার ৪৪ দিন পরে আবার আহত হলেন মমতা। যদিও সূত্রের খবর, আঘাত অতি সামান্য।

জনসভায় প্রধানমন্ত্রীকে মিথ্যাবাদী বললেন মমতা

পশ্চিম বর্ধমান, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): "এত মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী আমি আগে দেখিনি। শুধু বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা করেন।" শনিবার কুলটির জনসভায় এই মন্তব্য করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করে মমতা বলেন, "গতকাল মোদী বলেছেন, বাংলায় তৃণমূলের জন্য উন্নয়ন থেমে গিয়েছে। ভারতের জিডিপি ৮.৮৭ শতাংশ। বাংলায় ১১.৮৪ শতাংশ। আপনি আগে পদত্যাগ করুন। তার পর এ সব বলুন।"

কুলটির সভা থেকে মমতার হুঙ্কার, "দুই দফার নির্বাচনের পরেই ঘাবড়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেটা বোঝা যাচ্ছে। বিজেপি কিছুতেই জিততে পারবে না।"

কেন্দ্রের সরকারকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "শুনছি এখানকার কয়লাখনি বিক্রির চক্রান্ত চলছে। এখানে কর তুলে নিয়ে গেলেও আমরা সুবিধা পাই না। রেশন বাবদ ১২ হাজার কোটি টাকা দেয়নি কেন্দ্র।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ভোট মিটে গেলেই গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পাবে। বলে দিলাম। আমরা যা বলি তাই করি। আমরা যা দেব বলি তাই দিই। বিজেপি তা করে না। আমরা বাংলা জুড়ে উন্নয়ন করছি।"

মমতা বলেন, "আমরা অনেক বাড়ি তৈরি করে দিয়েছি। আরও বাড়ি করে দেব। ডিসেম্বর মাসে ৬০ হাজার টাকা দেব। পরে আরও ৬০ হাজার দেব। ওষুধের দাম বাড়িয়েছে বিজেপি সরকার। প্রেসার, সুগারের ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে মোদীর দাম কমেছে।" মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "শুনেছি আগের বার বিজেপি প্রার্থী টাকা দিয়ে জিতেছিলেন ভোটে। এ বারও টাকা ছড়ানোর চেষ্টা করা হবে। টাকা দিতে এলেই আগে ১৫ লক্ষ চাইবেন।"

মহারাষ্ট্রের বুলধানায় গভীর খাদে বাস পড়ে আহত ২৮

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলায় গভীর খাদে বাস পড়ে ২৮ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে বুলধানা জেলার জলগাঁও জামোদ-বুরহানপুর হাইওয়ের করোলি ঘাটের কাছে একটি যাত্রীবাহী বাস আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তার ফলে ২৮ জন যাত্রী আহত হয়েছেন, তারা সকলে বুরহানপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, একটি বাস মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলার দিকে যাচ্ছিল।

ভোটের মুখে হাসনাবাদে বোমা বিস্ফোরণ, তৃণমূলের তির বিজেপি-র দিকে

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৭ এপ্রিল, (হি.স.): ভোটের মুখে হাসনাবাদে বোমা বিস্ফোরণ।

স্থানীয় বিজেপি নেতার ভাইয়ের বাড়িতে মজুত করা বোমা বিস্ফোরণ হয় বলেই অভিযোগ। ওই পরিবারেরই এক সদস্য জখম হয়েছেন বলেই খবর।

এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। যা নিয়ে শুরু জোর রাজনৈতিক চর্চা।

শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ বসিরহাটের হাসনাবাদের শিমুলিয়া কালীবাড়ি এলাকায় একটি বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয়। জানা গিয়েছে, ওই বাড়িটি বিজেপি নেতা নিতাই দাসের ভাইয়ের। পরিবারের লোকজনের দাবি, রান্নাঘরের একধারে একটি বোমা ফাটে।

তবে কে বা কারা এই বোমা রেখে গেল, তা ওই পরিবারের কেউ বুঝতে পারছেন না বলেই দাবি। হাসনাবাদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তদন্ত শুরু করেছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ।

ভোটের মুখে বিজেপি নেতার ভাইয়ের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে নাকি অন্য কিছু, তা নিয়ে চলছে টানাপোড়েন। যদিও গেরুয়া শিবিরের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চকোলেট বোমা ফাটলেও এনএসজি, যেন যুদ্ধ হচ্ছে, সন্দেশখালি প্রসঙ্গে মমতা

পশ্চিম বর্ধমান, ২৭ এপ্রিল, (হি.স.): "কেন চকোলেট বোমা ফাটলেও সিবিআই, এনএসজির দরকার পড়ে? যেন যুদ্ধ হচ্ছে।" শনিবার কুলটির নির্বাচনী জনসভায় এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবারের সন্দেশখালিতে এনএসজি-র অভিযান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পুলিশকে জানানো হয়নি। এক তরফা হয়েছে। যে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, তা কোথা থেকে এল তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। হয়তো আগে থেকে নিজেরাই ওখানে রেখে এসেছে। আজকে শুনলাম সন্দেশখালির বিজেপি নেতার বাড়িতে বোমা জমা রয়েছে। মনে করছে বোমা রেখে এবং চাকরি খেয়ে জিতে যাবে।"

আসানসোলে লোকসভা ভোটের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'টি জনসভা রয়েছে তাঁর। একটি কুলটিতে, অন্যটি আসানসোলে। তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিন্হার হয়ে প্রচার করবেন তিনি। ওই কেন্দ্রে শত্রুঘ্নের লড়াই বিজেপি প্রার্থী সুরেন্দ্র সিংহ অহলুওয়ালিয়ার সঙ্গে। প্রথম সভাটি হয় মমতা করবেন কুলটির কিশোর সঙ্ঘ মাঠে।

সন্দেশখালিতে শাহজাহান-ঘনিষ্ঠের খোঁজে ফের সিবিআই, হানা বাড়িতে, চলছে তদন্ত

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : আবার সন্দেশখালিতে সিবিআই।

এবারও ধৃত শাহজাহান শেখের এক ঘনিষ্ঠের বাড়ি এবং দোকানে তদন্তে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে সন্দেশখালির রাজবাড়ি এলাকায় যান বেশ কয়েক জন সিবিআই আধিকারিক। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। জনৈক তুফান মৃধার বাড়িতে এবং দোকানে 'অভিযান' চলে প্রথমে। সেখান থেকে তুফানের বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। তাঁর পরিবারের সদস্যদের কথা বলেন সিবিআই আধিকারিকেরা।

স্থানীয়েরা জানাচ্ছেন, সিবিআই প্রথমে তুফানের দোকান গিয়েছিল। কিন্তু দোকান বন্ধ ছিল। তাই তাঁর বাড়িতে যান সিবিআই আধিকারিকেরা। তুফান পরিবারের তরফে জানানো হয়, সকালে কাজের সূত্রে বাইরে গিয়েছেন তিনি। তবে এলাকার মানুষজন জানাচ্ছেন, গত তিন-চার দিন ওই দোকান বন্ধ দেখছেন তাঁরা। তুফানকেও এলাকায় দেখা যাচ্ছে না।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯০ ডলার এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত প্রায় ৮৪ ডলার। তবে, সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শনিবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.৩২ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাজারে সপ্তাহের শেষ ব্যবসায়িক দিনে ব্র্যান্ডেড ক্রুডের দাম ০.৪৯ ডলার বা ০.৫৫ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৮৯.৫০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ০.২৮ ডলার বা ০.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৩.৮৫ ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে।

তেলেঙ্গানায় বিজেপি বড় জয় পেতে চলেছে : ধামি

দেহরাদূন, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : তেলেঙ্গানায় বিজেপি বড় জয় পেতে চলেছে, এই মন্তব্য করেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বর্ষীয়ান নেতা এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি উত্তরাখণ্ডের নির্বাচন শেষ হওয়ার পর তেলেঙ্গানায় নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। প্রচার থেকে ফিরে দেহরাদূনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি একথা বলেন।

তিনি শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, বিজেপি প্রার্থীরা সারাদেশের পাশাপাশি তেলেঙ্গানাতেও বড় জয় পেতে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী ধামি সম্প্রতি রোড শো এবং মনোনয়ন সহ বিভিন্ন নির্বাচনী কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তারকা প্রচারক হিসাবে তেলঙ্গানায় বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করেছিলেন। প্রচার থেকে ফিরে দেহারাদূনে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা এবং আশেপাশের এলাকার ভোটারদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি যে আস্থা দেখানো হয়েছে তা থেকে বিজেপি অবশ্যই উপকৃত হবে। তিনি আরও বলেন, এবার ভোটাররা ৪০০ আসন ছাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ধামি আরও বলেন, বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নিয়ে ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ রয়েছে। উভয় দফায় ভোট হয়েছে বিজেপির পক্ষে। দলের পক্ষ থেকে তাঁকে যেখানেই প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হবে, তিনি তা পালন করে সংগঠনকে শক্তিশালী করবেন।

মমতার 'চাকরিখেকো' মন্তব্যকে কটাক্ষ দিলীপের

পশ্চিম বর্ধমান, ২৭ এপ্রিল, (হি.স.): "মানুষের চাকরি খেয়ে নিচ্ছে বিজেপি"। এই মন্তব্য করে বিজেপি-কে 'চাকরিখেকো' বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এ হেন মন্তব্যে কটাক্ষ করলেন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী তথা রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

শনিবার দিলীপবাবু সাংবাদিকদের প্রশ্নের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'উনি আগে মানুষকে বোঝান কে চাকরি খেকো, কে পয়সা খেকো। আদালতের রায়ে চাকরি হারানো ছেলেমেয়ে ও যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন, তাঁদের দায়িত্ব উনাকেই নিতে হবে।'

হাইকোর্টের রায়ে চাকরি চলে গিয়েছে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষককের। এনিয়ে শুক্রবার পিংলার সভা থেকে সুর চড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "গ্রামে গঞ্জে মানুষ খেকো বাঘের কথা শোনা যায়। কিন্তু চাকরিখেকো বিজেপি দেখেছেন? একইসঙ্গে হাজার হাজার ছেলের চাকরি খেয়ে নিয়ে বলছে চার সপ্তাহে টাকা ফেরত দিতে হবে ১২ শতাংশ সুদে। যিনি রায় দিয়েছেন তার যদি চাকরি চলে যায় আর সব টাকা ফেরত চাওয়া হয়, আপনি দিতে পারবেন তো! যখন ইচ্ছে চাকরি খেয়ে নেবে, মগের মুলুক নাকি!"

"কাকু"-কে জেরা করতে প্রেসিডেন্সি জেলে গেল সিবিআহ

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): ভোটের আবহে আরও বিপাকে সুজয়কষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের "কাকু"। ইতিমধ্যে ফরেন্সিক রিপোর্টে মোবাইল ফোন থেকে সংগৃহীত ভয়েস ক্লিপিং-এর সঙ্গে মিলে গিয়েছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বর। আর এবার নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে তাঁকে জেরা করতে জেলে গেল সিবিআই।

গত বুধবার সুজয়কৃষ্ণকে জেলে গিয়ে জেরার অনুমতি চেয়ে কলকাতার বিচার ভবনে বিশেষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আদালতের অনুমতি পাওয়ার পর শনিবার প্রেসিডেন্সি জেলে হাজির হলেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়কে জেরার পরই শনিবার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে জেরা করতে প্রেসিডেন্সি জেলে পৌঁছন সিবিআই কর্তারা।

করল বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

কিছুটা রক্ষা করতে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার উদ্যোগে আইজিএম চৌমুহনীতে পথ চলতি মানুষের মধ্যে জল এবং ফল বিতরণ করা হয়েছে।এদিকে তীব্র গরমের দাবদাহ থেকে নিস্তার পেতে আজ ভারতীয় জনতা পার্টির ৯নং বনমালীপুর মন্ডলের ৩১নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে আয়োজিত ঠান্ডা পানীয় শরবত বিতরনে অংশ গ্রহণ করেছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য। তাছাড়া, ভারতীয় জনতা পার্টির ৮ টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের অন্তর্গত ২০ নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে পথ চলতি মানুষদের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় শরবত বিতরনে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন মেয়র দীপক মজুমদার। তীব্রদর দাহে দেশ ওরাজ্যের মানুষ অতিষ্ঠ এই অবস্থায় পারদ আরো বেড়ে চলেছে পথ চলতি মানুষের সামন্য তেষ্টা মেটানোর ব্যবস্থা করলেন ৬ আগরতলার ভারতীয় জনতা পার্টি পক্ষ থেকে। শনিবার আগরতলার রাধানগর স্ট্যান্ড এর সামনে পথ চলতি মানুষদের সরবত খইয়ে সামাজিক কাজ এগিয়ে এলো। এই দিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সহ অন্যান্য ত্রিপুরা ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ তীব্র গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে জনগণের মধ্যে ঠান্ডা পানীয় বিতরণ করা হয়। স্বস্তি বাজারে সামনে। প্রসঙ্গত রাজ্যব্যাপী তীব্র দাবদাহ চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার চার দিনের জন্য স্কুল কলেজ বন্দ্বের ঘোষণা দিয়েছে। আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার ও কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা। অতিথিরা পথ চলতি জনগণের হাতে ঠান্ডা পানীয় তুলে দেন।

বিদ্যুতের খুঁটি

● প্রথম পাতার পর

২ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য ঘটনার বিস্তারিত জানান। এদিকে কৈলা শহরে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও শিলাবৃষ্টির কারণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বাড়িঘর, বিদ্যুৎ পরিষেবা রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের পাইপলাইনে। দেখা গেছে বেশিরভাগ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবায় আগামী তিন চার দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে। সকাল থেকেই পুরোপুরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরায়, সমাজসেবী অরুন সাহা, ও মহকুমা শাসক প্রতিটি এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি ঘুরে দেখেছেন শতাধিক বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের খুঁটি, কয়েকশো বাড়ি করে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এরমধ্যে দোকান বসত ঘর রয়েছে। রাস্তার পাশের বড় বড় গাছ উল্টিয়ে পড়ার ফলে প্রধান সড়কে বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সবমিলিয়ে গত কয়েক বছরের মধ্যে কৈলাসহর এলাকায় এরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেঅনেকে জানিয়েছেন। বেশ কয়েকটি সরকারি কোয়ার্টার নষ্ট হয়ে গেছে। কৈলা শহরের প্রতিটি এলাকায় বিদ্যুৎ পরিবাহী তার মাটিতে পড়ে রয়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে হলে নিগমকে আরো তৎপর হতে হবে বলে এলাকাবাসীর অভিমত। রাজ্য সরকারের কাছে তাদের দাবি এই ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি পূরণী রাজ্য সরকার দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

এক ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

দীপক দাস চাকমাঘাট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হলেও কাজের সূত্রে আগরতলায় থাকতেন। গতকাল ভোট দেওয়ার জন্যই বাড়িতে এসেছিলেন। আজ দুপর নাগাদ নদীতে স্নান করতে গিয়েই নিখোঁজ হয়ে যায়।

বিশালগড়ে

● প্রথম পাতার পর

জাঙ্গলিয়া এলাকাবাসী পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন।পাইপ লাইনের পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাঁদের অভিযোগ, বার বার প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের কাছে আবেদন জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখন পানীয় জলের অনিয়মিত পরিষেবায় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে ওই এলাকায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রধানমন্ত্রী মোদী

● প্রথম পাতার পর

আদায় করতে চায়। কিন্তু কংগ্রেসের এমন স্বপ্ন কখনোই পুরণ হতে পারে না। মহারাষ্ট্রে বাবা সাহেব আম্বেদকর, ছত্রপতি সাহু জি মহারাজ এবং জ্যোতিবা ফুলের ভূমি। মহারাষ্ট্রের এই ভূমি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতীক, কিন্তু কংগ্রেস এবং ইন্ডি-আঘাড়ি নতুন সামাজিক ন্যায়বিচারকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর। যে কংগ্রেস সবসময় বাবা সাহেবকে অপমান করেছে, তারা এখন দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণীর সংরক্ষণ কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাবা সাহেব আম্বেদকর দেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সংরক্ষণ থাকবে না। কিন্তু কংগ্রেস গোটা দেশে ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণের জন্য জোর দিচ্ছে। মহারাষ্ট্র সহ গোটা দেশে কর্ণাটকের রিজার্ভেশন মডেল বাস্তবায়ন করতে চায় কংগ্রেস। কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার ২৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ চুরি করে ধর্মের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। কংগ্রেস রাতারাতি একটি স্ট্যাম্প লাগিয়ে একটি বিশেষ শ্রেণিকে ওবিসি হিসাবে ঘোষণা করেছিল। কংগ্রেস ওবিসিদের অধিকার হরণ করেছে এবং তারা সারা দেশে একই কাজ করতে চায়। ইউপিএ সরকার ২০১২ সালে এটি করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তখন এটি সফল হয়নি, তাই কংগ্রেস এখন সংবিধান পরিবর্তন করতে এবং ধর্মের ভিত্তিতে দলিত এবং অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কর্ণাটকে যারা অনগ্রসর শ্রেণীর সংরক্ষণ কেড়ে নিয়েছে তারা যেন দেশে কোনো সাফল্য না পায়। শ্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস এবং ইন্ডি-আঘাড়ি একই এজেন্ডা রয়েছে, সরকার গঠন করো আর অর্থ উপার্জন করো। তবে এনডিএ এই ১০ বছরে সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করেছে। এনডিএ যুব ও মহিলাদের কেন্দ্রবিন্দু করে কাজ করেছে। এনডিএ একটি আত্মনির্ভর অভিযান শুরু করেছিল যা দেশের শিল্পের বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছিল। এনডিএ স্টার্টআপ ইন্ডিয়া প্রচার শুরু করেছে যা যুবকদের সুযোগ দিয়েছে। এখন ভারত স্টার্টআপের ক্ষেত্রে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। এখন ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারক।ভারতের সেই যুব সমাজ, যাদের কংগ্রেস চাকরি ও কর্মসংস্থানের জন্য আকুল করেছিল, তারাই এখন বিশ্ব অর্থনীতিকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। পরবর্তী মেয়াদে, বিজেপি এবং এনডিএ যুবকদের আরও বেশি সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সেই কারণেই বিজেপি ঘোষণা করেছে যে এখন মুদ্রা যোজনার অধীনে ১০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে, তাও গ্যারান্টি কোনও ছাড়াই। আমাদের সরকার আগামী ৫ বছরে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে রেকর্ড বিনিয়োগ করবে। মহিলাদের জন্য সুযোগ এবং নিরাপত্তা একটি বিকশিত ভারতের জন্য মোদীর গ্যারান্টি। আগে যেসব সেক্টরে মহিলাদের কাজ করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা মোদী বাতিল করে দিয়েছে। আমাদের সরকার রোজগার মেলার মাধ্যমে সরকারি চাকরির জন্য লক্ষ লক্ষ নিয়োগ করেছে। মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে সমবায় সমিতিগুলিতে মহিলারা একটি বড় ভূমিকা পালন করে। আমাদের সরকার প্রথমবারের মতো একটি পৃথক সমবায় মন্ত্রক তৈরি করেছে। আমরা মহিলাদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির একটি বড় আন্দোলন শুরু করেছি এবং ফলাফল হল যে গত ১০ বছরে ১০ কোটি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগদান করেছেন। মহারাষ্ট্রেও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের হাজার হাজার কোটি টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এখন বিজেপি সরকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩ কোটি মহিলাকে লাখপতি দিদি বানানোর সংকল্প নিয়ে এগোচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখন এই নারী শক্তিই মোদীর জন্য সুরক্ষা কবচ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাই কংগ্রেসের ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক। বীরাঙ্গনা তারাবাইয়ের ভূমি কংগ্রেসের ক্ষমতা ধ্বংস করার কথা বলে। কোলহাপুর একটি উন্নয়ন এবং ঐতিহ্যগত সম্ভাবনায় পরিপূর্ন একটি এলাকা কিন্তু কংগ্রেস এবং ইন্ডি-আঘাড়ি সরকার সবসময় এই এলাকাটিকে অবহেলা করেছে। আজ কেন্দ্রের এনডিএ সরকার, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী একনাথ শিন্ডে, শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস এবং শ্রী অজিত পওয়ারের সরকার কোলহাপুরের উন্নয়নের জন্য দিনরাত কাজ করছে। মুম্বই-বেঙ্গালুরু হাইওয়ের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে, মহারাষ্ট্রের একটি বড় অংশ শক্তিপীঠ এক্সপ্রেসওয়ের মাধ্যমে আধুনিক যোগাযোগের সাথে যুক্ত হতে চলেছে। কোলহাপুর অঞ্চল একটি নতুন ট্রেনের উপহার পেয়েছে এবং বন্দে ভারত ট্রেনও এখানে শীঘ্রই চালু হতে চলেছে। যারা কমিশন না পাওয়া পর্যন্ত ফাইল চাপা দিয়ে বসে থাকে এবং ইয়াকুব মেননের কবর সাজায় তাদের কাছ থেকে কোলহাপুরের উন্নয়ন আশা করা যায় না। মহারাষ্ট্র এবং এই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য ৭ মে ২০২৪-এ একটি বড় সুযোগ আসছে। কোলহাপুর লোকসভা প্রার্থী শ্রী সঞ্জয় মান্ডলিক এবং হাতকানাঙ্গলে লোকসভা প্রার্থী শ্রী ধৈর্যশীল সম্ভাজিরাও মানেকে বিজয়ী করে বিজেপিকে শক্তিশালী করার দিন। একটি ভোট কোলহাপুর লোকসভা প্রার্থী শ্রী সঞ্জয় মান্ডলিক এবং হাতকানাঙ্গলে লোকসভা প্রার্থী শ্রী ধৈরিশীল সম্ভাজিরাও-কে দেওয়া মানে মোদীকে দেওয়া।

আত্মহত্যা

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় আজ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই যুবক। আজ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।যুবকের মৃত্যুতে হাসপাতাল চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের লোকজনেরা।মৃতের বাবা জানিয়েছেন, মৃত্যুর ১০ মিনিট আগে নিজের মৃত্যুর জন্য দায়ী প্রেমিকাকে দায়ী করে চিঠি লিখে জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরেই নাকি উদয়পুরের যুবতীর সাথে তার সম্পর্ক ছিল।

প্রশাসন থেকে সংবর্ধনা

● প্রথম পাতার পর

নিয়োজিত রয়েছেন, সেদিন সেটাই পরিচয় দিলেন জোয়ান মন্টু বোরা। গত ২৬ শে এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় ক্ষেত্রে নির্বাচনে চলাকালীন সময়ে এই জওয়ান কর্তব্যরত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার ৫৭ নং বিধানসভা ৩৩ নং বুথ কেন্দ্রের উপ্তাখালি পঞ্চায়েত অফিসে। এক সময়ে ভোট দানের জন্য লম্বা লাইন পড়ে মহিলাদের। সেই সময় একজন মা তার শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে প্রচন্ড গরমে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটদান করতে গিয়ে দারুন অসুবিধার সম্মুখীন হন। আর সেই মায়ের অসুবিধা দেখে এগিয়ে যান ১২৪ নং ব্যাটেলিয়ানের হেড কনস্টেবল মন্টু বোরা। তিনি শুধু এগিয়ে গিয়ে থেমে থাকেননি। তিনি সেই মায়ের কোলের শিশুকে নিজের হেফাজতি নিয়ে রাখেন। একহাতে বন্দুক নিয়ে নিরাপত্তার কাজ সামলানোর পাশাপাশি অন্য হাতে অপর এক মায়ের শিশুকে কোলে নিয়ে তার সুরক্ষা প্রদান করে মানবিকতার এবং দেশাত্মবোধের দুইয়ের নজীর সৃষ্টি করলেন। সেই মা ও নির্ভয়ে শিশুকে জওয়ানের কোলে দিয়ে স্বাচ্ছন্দতার সহিত ভোট দান করে আসেন।
প্রায় সাড়ে পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহিলা ভোট দিয়ে এসে তার বাচ্চাটিকে পুনরায় নিজের কোলে নেন। আর সিআরপিএফ জোয়ানের কোলে ওপর এক মায়ের শিশু সন্তানের ছবি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় ১২৪ নং ব্যাটালিয়নের ডিআইজি এবং কমান্ডেন্ট মুকেশ ত্যাগী তাকে কুর্নিশ জানান। শুধু তাই নয় আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কারে ভূষিত করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। এই উপলক্ষে উত্তর জেলা আরক্ষা দপ্তরে জেলা পুলিশ সুপার এবং সিআরপিএফ ১২৪ ব্যাটালিয়ন কমান্ডেন্ট মুকেশ ত্যাগী উপস্থিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে হেড কনস্টেবল মন্টু বোরার হাতে সংবর্ধনা ও মোমেন্টো তুলে দেন।
পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা কর্মীরা নিরাপত্তা ছাড়াও সামাজিক কাজে এগিয়ে আসে তারই নজিরবিহীন ঘটনা এটা। সিআরপিএফ ১২৪ নং ব্যাটেলিয়ান কমান্ডেন্ট মুকেশ ত্যাগী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সিআরপিএফ জোয়ানরা শুধুমাত্র নিরাপত্তার দিকে থাকে না তারা বিভিন্ন সামাজিক কাজেও এগিয়ে আসে, তাকে যাতে ডিজি ডিস্ক পুরস্কার প্রদান করা তার জন্য তিনি অনুরোধ জানাবেন উপর মহলের কর্মকর্তাদের।

খুন

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে আসে। রাতেই বাড়িতে বিনা চিকিৎসায় অনিল কুমার জমাতিয়ার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে সেখান থেকে মৃত উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যায়।
পুলিশ এ ব্যাপারে হত্যা সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে। এদিকে পরিস্থিতি ব্যাগতিক দেখে অভিযুক্ত শ্যালক পদ্ম কুমার জমাতিয়া থানায় আত্মসমর্পণ করে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

রবীন্দ্র সরোবরে মাসিক ৮৩১১ টাকা ভাড়ায় পাঁচ বিঘা জমি

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): চারিদিকে সবুজ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছেই। এরই মধ্যে খাস কলকাতায় একটি জাতীয় পার্কের জমি হস্তান্তর হয়ে গেল সবার অলক্ষ্যে। তবে তা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে।এর সূত্রেই রবীন্দ্র সরোবর আবার উঠে আসছে আলোচনার কেন্দ্রে। পরিবেশ কর্মী সমীর বসু জানান, ‘‘সাদার্ণ অ্যাভিনিউ বরাবর যেখানে রবীন্দ্র সরোবরের বেড়া শেষ হয়ে বাঁদিকে রাস্তা ঘুরে লেক গার্ডেন্স সেতুর দিকে যাচ্ছে, ঠিক ওই কোণের প্রায় ৫ বিঘা (৯৮ কাঠা) জমি হস্তান্তর হল মাত্র মাসিক ৮৩১১/- টাকা ভাড়ায়।”এই হস্তান্তর ঘটল কিন্তু কোন বৃক্ষরোপক বা পরিবেশবান্ধব সংগঠনের জন্য নয়। সেটি দেওয়া হল একটি আমোদপ্রমোদ বিতরণকারী ব্যক্তি মালিকানার কোম্পানীকে। উদ্দেশ্য অবশ্যই প্রমোদ-মনোরঞ্জন।
এমনিতেই সরোবর ও সংলগ্ন বাফার জোন (যেটি বাস্তুতন্ত্রের নিরিখে সরোবরের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যরক্ষা করার জন্য অপরিহার্য) তা এতদিন বিভিন্ন ক্লাবকে মুড়িমুড়কির মতো বিলিয়ে এসেছে সরোবরের পাহারাদার সংস্থা কে এম ডি এ (পূর্বতন কে আই টি)।
পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ বলেন, এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার এটি জাতীয় সম্পত্তি, কে এম ডি এ কেবলমাত্র রক্ষক সংস্থা মাত্র। বলা হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে রোয়িং সাঁতার ক্লাব। তাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল জমি ও জলসীমা। ফুটবল ও ক্রিকেটের জন্য মাঠের পর মাঠ। এখন সাধারণ ভ্রমণকারীদের পক্ষে বিপজ্জনক তীরন্দাজরাও জমি পেয়েছে।কীভাবে পাচ্ছে ও পেতে চলেছে তা অনুসন্ধানের বিষয়।
পরিবেশবিদ সমীর বসু-সহ অনেকে মনে করছেন এইভাবে বাফার জোন যদি বৃক্ষ ও সবুজশূন্য হয়েই চলে তা সরোবরের জলের উচ্চতা কমার জন্য দায়ী হবে। তাতে জলের মান নামাবে, সেটি হবে জলজীব ও তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য প্রাণীকূলের মরণফাঁদ।সমীরবাবু ই প্রতিবেদককে বলেন, রাস্তার যে কার্বন দূষণ এই হেরিটেজ পার্ক ও জাতীয় সরোবরের শ্বাসরোধ করছে তার থেকে নিস্তার পেতে অবিলম্বে সরোবরের সীমানা ধরে ফাঁকা জমিতে বেশ কয়েক সারি বড় গাছ রোপণ করা অত্যন্ত জরুরী।
সরোবরে নিত্য ভ্রমণকারী সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জাতীয় (হেরিটেজ) পার্ক বোটানিক্যাল গার্ডেন্সের মধ্যেও অনেক ফাঁকা জমি পড়ে আছে। কই সেখানে তো ক্রীড়ার জন্য সেই জমিগুলি কাউকে দেওয়া হয়না! তবে কেন বারবার বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে দক্ষিণ কলকাতার শ্বাসবায়ু রবীন্দ্রসরোবরের ওপর এমন নির্মম আঘাত নেমে আসবে?
সোমেন্দ্র মোহনবাবু বলেন, ‘‘পক্ষীবিশাব. দ, স্বাস্থ্য-ভ্রমণকারীদের অনেকে এবং আমাদের মত যাঁদের সঙ্গে সরোবরের নাড়ির যোগ দীর্ঘদিনের, যাঁরা রবীন্দ্র সরোবরকে ভালবাসেন, এভাবে সেটির ধীর মৃত্যু ঘটানোকে পরিবেশবিরুদ্ধ কাজ বলেই মনে করছেন। হয়ত অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে পরিবেশ-প্রেমীদের জন্যে। তবু, বুধবার সরোবরে একটি তাৎক্ষণিক বিশাল মিছিল সংগঠিত হল।এ প্রসঙ্গে কেএমডিএ-র এক আধিকারিক বলেন, “সরোবরের জমি পরিবেশপ্রেমীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ওরা কে এম ডি এর নীতি নির্ধারণ করবে নাকি? এটি প্রমোদে না সামাজিক কাজে লাগানো হবে তা ঠিক করার দায়িত্বে আমাদের সংস্থার কমিটি রয়েছে। পরিস্থিতি, প্রয়োজন বুঝে নির্দিষ্ট কমিটি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়।” তবে, পরিবেশবাদীদের সাম্প্রতিক সমাবেশে আওয়াজ উঠেছে, ‘সরোবরের জমির হস্তান্তর বন্ধ হোক’। ‘সবুজ বাঁচাও, সরোবর বাঁচাও’। এতে শামিল হয় সবুজ মঞ্চ, রোটারি ক্লাব অফ টালিগঞ্জ প্রভৃতি কিছু পরিবেশবাদী সংগঠন।

লোকসভা নির্বাচনে অংশ নিয়ে আশায় বুক বাঁধছেন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নো-ম্যানস ল্যান্ডের সাত গ্রামের ভোটারকুল

।। স্নিগ্ধা দাস।।

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ সংসদীয় আসনে কে প্রার্থী, চেনেন না, তবুও নাম কর্তন হতে পারে আশংকায় কাঁটাতারের গেট পেরিয়ে ভারত ভূখণ্ডে ভোট দিতে আসবেন তাঁরা। লোকসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বহু আশায় বুক বেঁধেছেন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সাত গ্রামের ভোটারকুল।কাঁটাতারের বাইরে ভারতীয় গ্রামে তাঁদের বাড়ি। বড়ির উঠোনের সিংহভাগ রয়েছে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে। প্রতিটি গ্রামে রয়েছে একাধিক সাদা পিলার, যেগুলোর একদিকে খোদাই করে লেখা আছে ইন্ডিয়া, অন্যদিকে বাংলা। এ ধরনের পিলারই সীমান্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে গোটা গ্রামের। অনেকের আবার উঠোনের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সীমান্ত খুঁটি। প্রথম দর্শনে বোঝার উপায় নেই, ভারত বা বাংলাদেশের সীমানা। চরম দুর্দশায় দিন কাটলেও এ ধরনের জীবনযাপনে অভ্যস্ত তাঁরা সবাই। দিনের আলোয় নানাবিধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে, নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হয়ে ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া গেলেও সন্ধ্যা গড়ালে আপৎকালীন অবস্থায়ও অনুমতি জোগাড় করলে মেলে নিজের দেশের মূল ভূখণ্ডে পা রাখার অনুমতি। অন্যান্য গ্রামের মতোই সবুজে ভরা তাঁদের গ্রাম। কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হয়ে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে ভারতীয় মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন তাঁরা।নির্বাচনের সময় ভারতীয় গ্রামাঞ্চলে সাময়িকভাবে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়। অথচ তাঁদের গ্রামে উড়তে দেখা যায়নি কোনও দলের দলীয় পতাকা। আর রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ভোট যখন একটা সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায়, তখন আর সে দিকটায় নজর না যাওয়াটাই স্বাভাবিক। হোর্ডিং, ব্যানার দূরঅস্ত কোনও প্রার্থীর সঙ্গে নেই তাঁদের পরিচয়। ভোটের হাওয়া যেমন নেই তেমনই কোনও দলের প্রার্থীদের নিয়েও গ্রামগুলিতে নেই উতহো। জীবনযন্ত্রণার কথা শুনতে বা ভোটের আবেদন নিয়ে গ্রামমুখী হতে দেখা যায়নি কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মীদের।লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন ভোটারদের মধ্যে জনসচেতনতা বাড়াতে কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও বিচ্ছিন্ন ওই ভোটারদের নিয়ে কোনও ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়নি জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের পক্ষ থেকে।তবে তাঁরা নিজে থেকে সচেতন, ভোটার তালিকা থেকে নাম কাটা গেলে আরও দুর্ভোগ পোহাতে হতে পারে আশংকায়। তাই সময় মতোই গণতন্ত্রের বৃহৎ উৎসবে যোগদান করতে কাঁটাতারের গেট পেরিয়ে আসবেন নিজের দেশের মূল ভূখণ্ডে।
সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জের উত্তর এবং দক্ষিণের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডের অন্তর্গত নো-ম্যানস ল্যান্ডে রয়েছে সাতটি গ্রাম। যার মধ্যে গোবিন্দপুরে রয়েছে ৪১টি পরিবারের ২৯১ জন, উত্তর লাফাশাইলে ৬৫টি পরিবারের ৪১০ জন, মহিষাশন কুয়োরভাগে রয়েছেন তিন পরিবারে ২১ জন, তেশুয়ায় ২ পরিবারের ১৪ জন, লাতুকান্দিতে ৯ পরিবারের ৬৪ জন, জারাপাতায় এক পরিবার ৮ এবং দেওতলিতে ৮ পরিবারে ৪৯ জন বাসিন্দার বসবাস। সাতটি গ্রাম মিলে ভোটারের সংখ্যা ৪৮১। ওই গ্রামগুলিতে ঢোকার আগেই রয়েছে আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী গেট। যে গেট প্রহরার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন বিএসএফ-এর. জওয়ানরা।প্রত্যেকের পরিচয়পত্র সহ যাবতীয় নথিপত্র জমা থাকে বিএসএফ-এর কাছে। বাজারহাট থেকে স্কুল, কলেজ, অনুমতি ছাড়া মূল ভূখণ্ডের কোথাও যাতায়াত করতে পারেন না বাসিন্দারা। নো-ম্যান্স ল্যান্ড থাকায় গ্রামে নেই কোনও ভোট কেন্দ্র। তবুও ভোট দিতে ভুল করেন না তাঁরা।প্রার্থী বা প্রচার, কোনও কিছুর দেখা নেই, তবু বিএসএফ-এর অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠনে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন তারা। প্রতিবারের মতো এবারও নিয়ম করে ভোট দিতে কাঁটাতারের লোহার ফটক পেরিয়ে বিএসএফ-এর কাছে গেট পাস জমা দিয়ে ভোটার কার্ড হাতে নিয়ে ছুটে আসবেন ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে গড়ে তোলা ভোটকেন্দ্রে। তার কারণ, ভোটের আবহে আরও একবার আশায় বুক বাঁধছেন তাঁরা। হয়তো-বা এবার বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাবেন। দেশ ভাগের যন্ত্রণাকে ভুলে ভারতের নাগরিক হয়ে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করবেন তাঁরা সবাই।সবচেয়ে বড় ব্যাপার, করিমগঞ্জ সংসদীয় আসনে ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে জয়-পরাজয়ের হিসাব। ৬৫ শতাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কেন্দ্রে বলতে গেলে এ মুহূর্তে ভালো অবস্থানে রয়েছে বিজেপি। অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্বশর্মার চালে কোণঠাসা বিরোধীরা। করিমগঞ্জ আসনে নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণকারী সংখ্যালঘু ভোট টানতে মরিয়া পদ্ম শিবির। কিন্তু কাঁটাতারের ওপাড়ে বসবাসকারী সব থেকে বড় সংখ্যালঘু গ্রাম উত্তর লাফাশাইলে পৌঁছেনি কোনও উন্নয়নের স্লোগান। খবর নেওয়ার মতো সময় নেই শাসক থেকে বিরোধীদের। গ্রামগুলিতে ভোটার ৭৫ শতাংশ।নিজের পরিচয় বাঁচিয়ে রাখতে এবার তারা বিএসএফ-এর অনুমতি নিয়ে এপারে এসে কোনও না-কোনও দলের প্রার্থীকে ভোট দেবেন। গ্রামের মুরব্বি আব্দুল সহিদ, আফতাব আলি, ইসলাম উদ্দিন, শামিম আহমেদরা জানান, বাপদাদার জন্ম এই গ্রামে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে ভাগ্য বদল হয়নি তাঁদের। ভোটার কার্ড, আধার কার্ডটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাই আগামীকাল শুক্রবার তাঁরা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। সহমত পোষণ করে আরও অনেকে বলেন, বিএসএফ-এর অবস্থানে গ্রামে শান্তি থাকলে, খোঁজ রাখার মতো নেতা নেই তাঁদের। তাই এমন একজন প্রতিনিধি দরকার যিনি কাঁটাতারের ওপাড়ে আওয়াজ পৌঁছাতে পারবেন দিল্লির দরবারে।আব্দুল জব্বারের অভিযোগ, গ্রামের শেষ প্রান্তে বাংলাদেশ গজুকাটা সীমান্তে তাঁদের বাড়ি। কিন্তু সেখানে ৫ পরিবারে পৌঁছেনি আলো। বিধায়ক (উত্তর করিমগঞ্জের) কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় রয়েছে। তাই তিন বছর থেকে দাবি জানিয়ে আসছেন বিধায়ককে। কিন্তু কবে নাগাদ সেই দাবি পূরণ হবে, তা জানা নেই তাঁদের।
একলাস উদ্দিন, সমীর উদ্দিন, সেলিম উদ্দিন, হাসিব উদ্দিনের বাড়ি কাঁটাতারের ওপারে দেওতলি গ্রামে। বর্তমানে রয়েছেন তাদের আট পরিবার। হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁরা জানান, রুটিরুজির জন্য আসতে হয় কাঁটাতারের বেড়ার গেট পেরিয়ে ভারতে। সকাল ৬-টা থেকে সন্ধ্যা ৬-টা পর্যন্ত খোলা থাকে গেট। তখন পরিচয়পত্র দেখিয়ে যাতায়াত করতে হয়। আবার সময়মতো ঘরে ফিরে যেতে হয়। সন্ধ্যার পর শরীর খারাপ বা জরুরি প্রয়োজন হলে বিএসএফকে জানাতে হয়। তাঁরা তখন গ্রামবাসীদের পৌঁছে দেন হাসপাতাল বা সংশ্লিষ্ট জরুরি প্রয়োজনীয় স্থলে। এবার তাঁরা ভোট দেবেন তিন কিলোমিটার দূরে গড়ে তোলা ভোটকেন্দ্রে।লাতুকান্দির আব্দুল নুরের মতে, নির্বাচন নিয়ে আগে মাথাব্যথা ছিল না, এখনও নেই। ভোটাধিকারের পাশাপাশি রয়েছে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জিতে নাম অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু নিজভূমে পরবাসী আমরা। পাওয়া আর না-পাওয়ার অঙ্ক নেই তাঁদের। শুধু স্বপ্ন দেখছেন, দেশের নাগরিক হয়ে মন খুলে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার পাবেন।চাখেমুখে বিষণ্ণতার ছাপ নিয়ে গোবিন্দপুরের বিপুল নমশূদ্র, টিটু নমশূদ্ররা জানান তাঁদের দুর্দশার কথা। বলেন, সরকারি কিছু প্রকল্পের যে সুবিধা লাভ করছেন সেটাই তাঁদের কাছে অনেক। কিন্তু একটি মাত্র গ্রামের রাস্তার বেহাল দশা। বাড়িঘরের অবস্থাও খারাপ। বর্ষার শুরুতেই বন্যার কবলে পড়ে গোটা গ্রাম। তখন পরিবারের মহিলা সদস্যরা আশ্রয় নেন ত্রাণ শিবিরে। আর বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের ভয়ে পুরুষরা নৌকায় বসে পাহারা দেন গ্রাম। জনপ্রতিনিধিদের অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু কোনও সুরাহা নেই। এভাবেই চরম দুর্দশায় কাটে তাঁদের দিনকাল।গ্রামের জবাবালা নমশূদ্রের বাড়ি ভারত ভূখণ্ডে আর শৌচালয়ের অনেকটাই বাংলাদেশে। উঠোন দিয়ে টানা হয়েছে সীমান্তরেখা। ভারতের দিকে পাথরে লেখা রয়েছে ইন্ডিয়া। জবাবালা নমশূদ্রও বলেন, ভোট আসে, ভোট যায়, কিন্তু দুঃখ-দুর্দশা, দাবি জানানোর স্থান নেই তাঁদের। সীমান্তে বিএসএফ-এর চোখরাঙানি থাকলেও ভরসা সেই জওয়ানরাই। কেননা আপদে-বিপদে এগিয়ে আসেন তাঁরাই।জোরের সঙ্গে জবাবালা জানান, তিনি ভারতীয়, জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় কাটিয়ে দিয়েছেন এই গ্রামে। মোদীজিকে শ্রদ্ধা করেন, অগাধ বিশ্বাস রয়েছে, হয়তো-বা তিনি তখন বেঁচে না-ও থাকতে পারেন। তবে দেশের প্রধানমন্ত্রী একদিন না-একদিন তাঁদের দাবি পূরণ করবেন, এই আশা বুকে বেঁধে রেখেছেন তাঁরা।তাঁদের সবার একটাই দাবি, সরকারের পক্ষ থেকে পুনর্বাসন দেওয়া হোক, নতুবা সিঙ্গল লাইন ফেন্সিং ঘুরিয়ে দিলে কিছুটা তাঁদের সমস্যার সমাধান হবে। ঢুকে যাবেন ভারতের মূল ভূখণ্ডে। এমনিতেই সুবিধা বলতে কিছুই নেই। তবু তাঁদের অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশাও রাখা বারণ। এর পরও ২৪-এর দিল্লি দখলের লড়াইয়ের আগে তাঁদের আশা, ভোটে অংশ নিয়ে হয়তো এবার দাবিদাওয়াগুলি পূরণ হবে।

প্রতিভা ও সৃজনশীলতার দর্শনীয় প্রদর্শনী, পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বালিগঞ্জে বার্ষিক দিবস উদযাপন

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): প্রতিভা, সৃজনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির একটি দর্শনীয় প্রদর্শনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বালিগঞ্জে, রবীন্দ্র সদন কলকাতায় এটির বার্ষিক দিবস উদযাপন করা হয়েছে। শুক্রবার এই বার্ষিক দিবস উদযাপিত হয়। অভিভাবক এবং শিক্ষকদের তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আকাঙ্ক্ষার সাক্ষী হতে নিয়ে আসে।কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন কলকাতার আঞ্চলিক অফিসের চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার করণ সিং এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উষ্ণ স্বাগত মুহূর্ত দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ পারফরম্যান্সে ভরা সকাল। বার্ষিক দিবসের উদ্বোধন প্রধান অতিথি, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার করণ সিং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুরু করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কামনা করেন।কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বালিগঞ্জের অধ্যক্ষ শ্রী উত্তম কুমার বিদ্যালয়ের ঘটনা ও অর্জনের প্রতিবেদন পেশ করেন। শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্মরনীয় পরিবেশনা সবার মন কেড়ে নেয়। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অভিনয়কারীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাইস প্রিন্সিপাল মিসেস রঞ্জিতা সরকার।

ক্রীড়াঙ্গন

ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। রাজ্য ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে উদীয়মান খেলোয়ারদের এ ধরনের সম্মাননা প্রদান অত্যন্ত জরুরী।

বিশেষ করে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করা এবং অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই উদ্যোগের ভূয়ষী প্রশংসা করেন প্রত্যেকেই। রাজ্যের বর্ষসেরা ও উদীয়মান খেলোয়ারদের অন্যান্য বছরের মত এবারও সংবর্ধিত করলো ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাব। শনিবার বিকেলে আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যের বর্ষসেরা ও উদীয়মান খেলোয়াড় সহ লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য তথা যুব কর্মসূচী ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে শিক্ষাবিদ অভিজিৎ ভট্টাচার্য বিজনেস আইকন রুপম রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ক্লাব সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, এবারের অনুষ্ঠানে লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে রাজ্যের প্রথম অর্জুন পুরস্কার বিজয়ী জিমন্যাস্ট মন্টু দেবনাথকে।

এছাড়া বর্ষসেরা ও উদীয়মান খেলোয়ার হিসেবে জিমনাস্ট দীপা কর্মকার, শ্রীপর্ণা দেবনাথ, ক্রিকেটার মনিশঙ্কর মুরাসিং ও এঞ্জেল পাল, ফুটবলার জন জমাতিয়া, দাবাড়ু অর্শিয়া দাস, আরাধ্যা দাস, জুডোকা তানিয়া দাস, যোগা খেলোয়ার দেবার্পন কুন্ডু ও পায়েল দাস, প্যারাসাঁতারু বিনীত রায় ও সমীর বর্মনকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। রাজ্যের প্রথম অর্জুন জিমনাস্ট মন্টু দেবনাথ এবং বিশিষ্ট ক্রীড়া প্রশিক্ষক ও সংগঠক বিমল কুমার রায় চৌধুরী তাঁদের বক্তৃতায় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি রাজ্য ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারে স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বিশেষ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীরায় ওনার ভাষণে রাজ্য ক্রীড়ার ক্রমোন্নতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে ক্রীড়া সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করার পরও এ ধরনের উন্নয়নমূলক ভূমিকায় দপ্তর এবং রাজ্য সরকার সব সময় পাশে থাকবে বলে তা নিয়মিত জারি রাখার আশা ব্যক্ত করেন।

সর্বভারতীয় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ফেডারেশনের বিশেষ কার্যক্রম রাজ্যে আয়োজনের ইঙ্গিত দিয়ে প্রাসঙ্গিক প্রত্যেকের সহযোগিতা চেয়েছেন ক্লাব সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। তাৎপর্যপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে অধিকাংশ ক্রীড়া সংস্থা ও সংগঠনের সভাপতি, সচিব থেকে শুরু করে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক এবং ক্রীড়া প্রশিক্ষক এবং শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান অনেকটা সমৃদ্ধ বলে ক্লাব সম্পাদক সুপ্রভাত দেবনাথ সংশ্লিষ্ট সকলকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠান সার্বিক সাফল্যমন্ডিত করে তোলার পেছনে জয়েন্ট করভেনার তথা সহ-সম্পাদক অনির্বাণ দেব ও কার্যকরী সদস্য অভিষেক দে-র প্রচেষ্টা বেশ প্রশংসার দাবি রাখে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্যের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।

বলে-ব্যাটে তেজস্বী সেরা, ইউনাইটেড বিএসটিকে হারিয়ে কো: ফাইনালে ফ্রেন্ডস

ইউ বি এস টি-৮৮ ইউনাটেড ফ্রেন্ডস-৯২/০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। তেজস্বী একাই যেন ইউনাইটেড বিএসটি"র স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিলো। যেমন বোলিং তেমন ব্যাটিং। অনায়াসেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। ইউনাইটেড বি এস টি কে হেলায় পরাজিত করে। তেজস্বী জশোয়ালের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। নরসিংগড় টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস জয়লাভ করে ১০ উইকেটে। প্রথমে ব্যাট নিয়ে ইউ বি এস টি-র গড়া মাত্র ৮৮ রানের জবাবে ইউনাটেড ফ্রেন্ডস ৬৬ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জযের লক্ষ্যে পৌঁছে যটায়। প্রথমে বল হাতে ২ উইকেট তুলে নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ৭২ রান করে ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের জয়ের নায়ক হয়ে যান তেজস্বী জশোয়াল। সকালে টসে জয়লাভ করে শুরুটা ভালো করার চেষ্টা করেছিলো ইউ বি এস টি। একসময় ২১ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে করেছিলো ২২ রান। এরপরই ধ্বস। বিনা উইকেটে ২২ রান থেকে ৪ উইকেটে ২২। এখানেই ধাক্কা খায় বি এস টি। শেষ পর্যন্ত ওই আঘাচ আর সামলে উঠতে পারেনি। দল গুটিয়ে যায় ৮৮ রানে। দলের হয়ে সুকান্ত রিয়াং ১২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮,রুগভেদ বভিস্কর ২১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪,ওনকার তারমালে ৬ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ এবং মনোজিৎ দাস ১১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করেন। ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে প্রীন্স রাণা ৩৬ রানে ৩টি, কিযান সরকার ৫ রানে, তেজস্বী জশোয়াল ৮ রানে এবং অভিজিৎ দেববর্মা ২১ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে কেলতে নেমে শুরু থেকেই মারমুখি মেজাজে ছিলেন তেজস্বী জশোয়াল। দ্রুত খেলা শেষ করার জন্য নজর দেন তেজস্বী। মাত্র ১১ ওভারে ব্যাট করে কোনও উইকেট না হারিয়ে জযের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। তেজস্বী ৪২ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭২ রানে এবং সেন্টু সরকার ২৬ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রানে অপরাজিত থেকে যান। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে তেজস্বী প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

সাহানির পারফরম্যান্সে ওপিসিকে নকআউট করে শেষ আটে হার্ভে

হার্ভে-২৯৫ ও পি সি- ১৭৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাট হাতে অর্ধশতক, বল হাতে চার উইকেট। দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে হার্ভে ক্লাব। শেষ চারে যাওয়ার লক্ষ্যে হার্ভে খেলবে শক্তিশালী ইউনাটেড ফ্রেন্ডসের বিরুদ্ধে। ২৯ এপ্রিল হবে ম্যাচটি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট আসরে। পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে হার্ভে ১১৯ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে ও পি সি-কে। প্রথমে ব্যাট নিয়ে হার্ভের গড়া ২৯৫ রানের জবাবে ও পি সি ১৭৬ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের স্বরব সাহানি প্রথমে ব্যাট হাতে অর্ধশতরান করার পাশাপাশি বল হাতে ৪ উইকেট নিয়ে জয়ের নায়ক হয়ে যান। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে হার্ভে ক্লাব ৪৯ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৯৫ রান করে। দলের প্রায় সকল ব্যাটসম্যানই কিছুটা রান পাওয়ায় বিশ্বজিৎ পালের দল বড় সস্কোর গড়তে পেরেছে। দলের পক্ষে রোহিত ঘোষ ৪৪ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৯, স্বরব সাহানি ৪০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২ (অপ:), অর্কজিৎ রায় ৫০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, দলনায়ক রিয়াজ উদ্দিন ২৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯,সাহিল সুলতান ৩৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, রাজদীপ দত্ত ২০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং আরমান হোসেন ৩৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৪ রান। ও পি সি-র পক্ষে দীপেন বিশ্বাস ৩৬ রানে ৪ টি এবংমনিষ মাউরা ৪৪ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে স্বরব সাহানি এবং সাহিল সুলতানের ভেলকিতে কুপোকাৎ ও পি সি।গুটিয়ে যায় ১৭৬ রানে। দলের পক্ষে নবারুণ চক্রবর্তী ৪১ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, অর্কজিৎ দাস ২৯ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭,রীতায়ন দে ৫০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং অর্কদ্যুতি দেব ৩০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। হার্ভের পক্ষে স্বরব সাহানি ৩৫ রানে ৪ টি, সাহিল সুলতান ২৬ রানে এবং অর্কজিৎ রায় ৩২ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করেন। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে স্বরাব সাহানি পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ব্যাটে বিক্রম দুর্দান্ত, বোলিংয়ে জয়দীপ পোলস্টারকে হারিয়ে ব্লাডমাউথ কো:ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নকআউট ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছুলো ব্লাডমাউথ ক্লাব।

সুপার ডিভিশনে তৃতীয় স্থান এবং টি-টোয়েন্টি ক্লাব লীগে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছানোর পর ব্লাড মাউথ শিবিরে একটা প্রত্যাশা কাজ করছে। পোলস্টারকে নকআউট করে তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে ব্লাড মাউথ এখন মরিয়া ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে।

টিসিএ আয়োজিত তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এমবিবি স্টেডিয়ামে শনিবার ব্লাড মাউথ ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে পোলস্টার কে পরাজিত করে শেষ আটে উন্নীত হয়েছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে পোলস্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৩.১ ওভার খেলে পোলস্টার ১১৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে জয়ন্ত ভট্টাচার্য সর্বাধিক ২৫ রান করে।

ঋতুরাজ দেবনাথ এর ২১ রান উল্লেখ করার মতো। ব্লাড মাউথের জয়দীপ ভট্টাচার্য একাই চারটি উইকেট তুলে নেয় ২৫ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, রবি কার্তিকেয় ও তুষার সাহা পেয়েছে দুটি করে উইকেট।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ব্লাডমাউথ ১৯.২ ওভার খেলে ১ উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার অধিনায়ক বিক্রম কুমার দাসের অনবদ্য ব্যাটিং দলকে সহজে জয় এনে দেয়। বিক্রম ৬০ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৭৯ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। সঙ্গে সহযোগিতা নিয়েছে সাগর সূত্রধর কে। সাগর অপরাজিত ছিল ১৯ রানে। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে জয়দীপ ভট্টাচার্য পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

বয়স ভিত্তিক রাজ্য দাবায় শীর্ষে দিগন্ত, দেবাঙ্কুর, আরাধ্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দিগন্ত, দেবাঙ্কুর, আরাধ্যা-রা এগিয়ে রয়েছে। মোট কথা, শীর্ষে রযেছে ৩ দাবাড়ু। রাজ্য অনূর্ধ-১৭ দাবা প্রতিযোগিতার বালক ও বালিকা বিভাগে। শনিবার এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে শুরু হয় দুদিনব্যাপী আসর। বালক বিভাগে অংশ নিয়েছিলো ২২ জন দাবাড়ু। প্রথম দিনে হয় ৩ রাউন্ডের খেলা। ৩ রাউন্ড শেষে পুরো ৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে দিগন্ত রায় এবং দেবাংকুর ব্যানার্জি। আড়াই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থান রয়েছে সোমরাজ সাহা। বালিকা বিভাগে অংশ নেয় ১২ জন দাবাড়ু। বালিকা বিভাগে প্রথম দিনে হয় দুই রাউন্ডের খেলা। ২ রাউন্ডের শেষ পুরো ২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে আরাধ্যা দাস। দেড় পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে একান্তিকা সরকার, রাধিকা মজুমদার, অঙ্কিতা সরকার এবং সমৃদ্ধি ঘোষ। খেলা পরিচালনা করেন নির্মল দাস।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান

দ্রুত নিয়োগের জন্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরীক্ষা হচ্ছে প্রতিবেশী রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল : সম্প্রতি যুব কংগ্রেস ত্রিপুরা স্টেট কোপারেটিভ ব্যাংকের পরীক্ষা কেন্দ্র বহি রাজ্যের পরিবর্তে রাজ্যে করা ও প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর পি আর টি সি বাধ্যতামূলক করার দাবি নিয়ে আজ ত্রিপুরা স্টেট অপারেটিভ ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ব্যাংকের সেন্ট্রাল ম্যানেজারের কাছে দাবি জানায়। পুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসে। যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি নীলকমল সাহা জানিয়েছে ১৫৫ টি পদে কো-অপারেটিভ ব্যাংক এ লোক নিয়োগের পরীক্ষা আসামের ডিব্রুগড়ে করা হয়েছে।

যা রাজ্যের ছেলেমেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। এই অবস্থায় প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে যাতে পরীক্ষা কেন্দ্রটি রাজ্যে করানো হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ পরীক্ষা নিয়ে ব্যাংক চেয়ারম্যান সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্টিকরণ দিলেন ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিয়োগ পরীক্ষা আগরতলা নেওয়ার সর্বোচ্চ চেস্টা হয়েছিল বলে জানান ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভজন চন্দ্র রায়। আজ পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে ব্যাঙ্কের প্রধান শাখায় সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, গত বছর ২৮ অক্টোবর ১৫৬ জন কর্মী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। এরমধ্যে ৫০ জন অফিসার, ৭৮ জন ক্লার্ক এবং মাল্টি টাস্কিং স্টাফ ২৮ জন নিয়োগ করা হবে। এই পদগুলির জন্য ১৯ হাজার ৬৬৪ জন আবেদন করেছেন। শ্রী রায় আরও বলেন, অনলাইন পরীক্ষার প্রথম পছন্দের স্থান আগরতলায় ছিল। কিন্তু আগরতলায় অনলাইন পরীক্ষার ধারণক্ষমতা প্রায় ৫৬০ জন ছিল প্রতি শিফটে। ব্যাঙ্ক এবং আইবিপিএস আগরতলায় সমস্ত মহিলা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বরাদ্দ করার চেস্টা করেছে। এই অনুযায়ী আগামী ৩ ৪ এবং ৫ মে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আগরতলায় প্রথম দিনে পাঁচটি কেন্দ্রে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের ছয়টি কেন্দ্রে অনলাইন পরীক্ষা হবে। সব প্রার্থীকে এই তিনদিন আগরতলায় পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব না। এই কারনে প্রতিবেশি রাজ্য অসমের শিলচর, গুয়াহাটি, জোরহাট , ডিব্রুগড় ও তেজপুরে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি আরও জানান, আট বছর পর কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কে নিয়োগ পরীক্ষা হচ্ছে। ৩৫১ টি শূন্যপদ পড়ে আছে। বেশিরভাগ ব্রাঞ্চে কর্মী সংকট রয়েছে। এই কারনে দ্রুত নিয়োগ জরুরী। এসব কথা বিবেচনা করে দ্রুত নিয়োগ করতেই আইবিপিএসের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিবেশি রাজ্যেও পরীক্ষাকেন্দ্র বাছাই করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান কমল কান্তি সেন সহ অন্যরা।

হাতির আক্রমণে বনরক্ষী সহ হত তিন

তেজপুর (অসম), ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ঢেকিয়াজুলিতে বুনো হাতির আক্রমণে দুই বনরক্ষী এবং সাধারণ নাগরিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা দুই বনরক্ষী যথাক্রমে কুলেশ্বর বড়ো ও বীরেন রাভা এবং স্থানীয় বাসিন্দা যতীন তাঁতি।ঘটনা আজ শনিবার ভোর থেকে সকালের দিকে ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা এলাকার ধীরাই মাজুলি গ্রামে সংঘটিত হয়েছে। পশ্চিম তেজপুরের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) নিপেন কলিতা জানান, দলছুট একটি বুনো হাতি পার্শবর্তী ঢেকিয়াজুলি জঙ্গল থেকে ধীরাই মাজুলি গ্রামে প্রবেশ করেছিল। আজ ভোরের দিকে গ্রামের বাসিন্দা যতীন তাঁতিকে পদপিষ্ট করে মেরে ফেলেছিল হাতিটি।এ খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামে হাতিটিকে তাড়াতে বনরক্ষী বাহিনীকে পাঠানো হয়েছিল। বনরক্ষীরা যখন হাতিটিকে জঙ্গলের দিকে তাড়াচ্ছিলেন, তখন আচমকা ঘুরে কুলেশ্বর বড়ো ও বীরেন রাভাকে তার শুঁড় দিয়ে ঝাপটা মেরে ফেলে দেয়। মাটিতে ফেলে দুজনকে শুঁড় দিয়ে প্যাঁচিয়ে আছড়ে মেরে ফেলে উগ্র বুনো হাতিটি। হাতির হামলায় আরও এক বনরক্ষী দিবাকর মালাকার জখম হয়েছেন বলে জানান ডিএফও। তিনি জানান, তিনজনেরই ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। আহত দিবাকরকে উদ্ধার করে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে তিনি জানান।ডিএফও নিপেন কলিতা জানান, বুনো হাতিটিকে জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা চালিয়েছেন বনকর্মীরা।

পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল: খয়েরপুর আমতলী বাইপাসে পথ দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবকের নাম নিতিশ দেবনাথ। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, খয়েরপুর থেকে নীতিশ দেবনাথ নামে ওই যুবক বাইক নিয়ে বাইপাস ধরে আমতলী দিকে যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে দ্রুত বেগে বাইক নিয়ে আসা অপর এক যুবক নিতিশের বাইকে সরাসরি ধাক্কা দেয়। তাতে বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে নিতিশ দেবনাথ নামে ওই যুবক গুরুতর অভাবে আহত হয়। বিপরীত দিক থেকে আসা অপর বাইকের যুবকও অল্প বিস্তর আহত হয়েছে। ঘটনার পর পরই স্থানীয় লোকজনরা ছুটে আসেন এবং আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।উল্লেখ্য, খয়েরপুর আমতলী বাইপাসে বাইক এবং যানবাহন অত্যন্ত দ্রুত বেগে চলাচল করে। যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন ধরনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ফলে দ্রুতগামী বাইক ও যানবাহন গুলি প্রায়ই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। বাইপাস রোডে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ট্রাফিক পুলিশ ও পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষজন।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স, পরীক্ষার্থী ১,৪২,৬৯২

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : রাজ্যের প্রায় ৩৮৮টি কেন্দ্রে হবে পরীক্ষা গ্রহণ।এই বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৯২ জন। রেকর্ড গরমের কথা মাথায় রেখে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। সেখানে যেমন আবশ্যক জেনারেটরের ব্যবস্থা, তেমনই থাকছে ওআরএসের ব্যবস্থা।রবিবার পরীক্ষা শুরুর সময় সকাল ১১টা। প্রথমে প্রথম পত্রের (গণিত) পরীক্ষা যা চলবে বেলা ১টা পর্যন্ত। এরপর দ্বিতীয় পত্রের (পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন) পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর ২টো থেকে। যা চলবে বিকেল চারটে পর্যন্ত। সকাল ৯ টা থেকেই পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের মধ্যে সকলকে পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে ঢুকতে হবে।রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারম্যান মলয়েন্দু সাহা জানিয়েছেন, 'সকল সেন্টার ইনচার্জকে গরমে জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখা বলা হয়েছে। এছাড়া ওআরএসের ব্যবস্থা থাকবে। পরীক্ষাকেন্দ্রে যেহেতু কোনও পরীক্ষার্থী জলের বোতল নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না, তাই পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে কেন্দ্রে। এরই সঙ্গে তিনি পরীক্ষার্থীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সকাল সকাল যেন সকলে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যায়।অন্যান্য বছরের মতোই প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে থাকছে হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবস্থা। যে কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, সেগুলিতে একাধিক হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টরের বন্দোবস্ত থাকছে। পাশাপাশি প্রায় ৯০ জন ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষক রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টর (আরএফডি) নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির ওপর নজর রাখবেন।প্রত্যেক পর্যবেক্ষক গড়ে তিনটি করে পরীক্ষাকেন্দ্রের ওপর নজরদারি করবেন। সেন্টার ইনচার্জের পাশাপাশি এ বছর অতিরিক্ত সেন্টার ইনচার্জ নিযুক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি এমন পরীক্ষাকেন্দ্রে দায়িত্বে দায়িত্বে সহকারী সেন্টার ইনচার্জ। কিছু কেন্দ্রে থাকছেন বোর্ডের পরিদর্শক এবং বোর্ডের প্রতিনিধিরাও ।

গৃহবধূ হত্যা মামলার সুষ্ঠু পুলিশি তদন্তের দাবিতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল : রাজধানীর ইন্দ্রনগরের হরিজন কলোনির গৃহবধূ কিরণ বাসফোড় হত্যা মামলার সুষ্ঠু পুলিশি তদন্তের দাবিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মৃতার ভাই। মৃতার ভাই বিমল বাসফোর শনিবার পূর্ব মহিলা থানায় এসে সাংবাদিকদের সামনে অভিযোগ করেছেন, মাসের পর মাস অনাহারে রেখে তার বোনকে হত্যা করেছে তার স্বামী পিন্টু বাসফোর সহ একই পরিবারের সদস্য বিনা বাসফোর ,সেন্টু বাসফোর এবং মিষ্টু বাসফোর। পুলিশ এ মামলায় অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করলেও বাকিরা এখনো পুলিশের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এ মামলায় পূর্ব মহিলা থানার ওসি শিপ্রা বালা চন্দের দুর্বল অবস্থান তথা ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

সোমবার এসএসসির প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এসএসসির প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলা শুনবে। শনিবার শুনানির দিনক্ষণ জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত।২৫, ৭৫৩ স্কুল শিক্ষকের চাকরি বাতিলের কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য সরকার।হাই কোর্টের চাকরি বাতিলের রায়ের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য সরকার। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে রাজ্যের শিক্ষা দফতর, এসএসসি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সেই মামলার শুনানি শুরু হচ্ছে আগামী সোমবার থেকে।প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ শুনবে এই মামলা। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে থাকবেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র। সূত্রের খবর, সোমবার বেলা ১২টা নাগাদ দেশের শীর্ষ আদালতে এই মামলার শুনানি শুরু হতে পারে।প্রসঙ্গত, মামলা দায়েরের পর সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছিল, মামলার শুনানির দিন স্থির হয়েছে আগামী ৩ মে। কিন্তু কোন বিচারপতির বেঞ্চে সেই মামলা শুনবে তা জানানো হয়নি। মামলাকারী পক্ষ চেয়েছিল, মামলার শুনানি যেন হয় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চেই। শনিবার দেখা গেল, এগিয়ে এসেছে মামলার শুনানির দিন। সোমবার বেলা ১২টা থেকেই শুনানি শুরু হবে বলে শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর।

অমিতাভ আর শত্রুঘ্নর 'ভারতরত্ন' পাওয়া উচিত ছিল, দাবি মমতার

পশ্চিম বর্ধমান, ২৭ এপ্রিল, (হি.স.): বিজেপি দেশের প্রকৃত সম্পদদের সম্মান করতে জানে না বলে আগেই বারে বারে অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার নির্বাচনী প্রচারেও সেই প্রসঙ্গ টেনে আনলেন মমতা।

শনিবার আসানসোলের কুলটির নির্বাচনী সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অমিতাভ বচ্চন আর শত্রুঘ্ন সিনহার ভারত রত্ন পাওয়া উচিত ছিল।, এই সরকার, এরা সম্মান দেয়নি। আমি ওনাকে (শত্রুঘ্ন সিনহা) বাংলায় সম্মান দিয়ে নিয়ে এসেছি।' আসানসোল লোকসভার বিদায়ী সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা এবারেও এখানে তৃণমূল প্রার্থী।গত বছর রাখিপূর্ণিমার দিন মুম্বইয়ে অমিতাভ বচ্চনের বাড়ি 'জলসা'য় গিয়ে তাঁকে রাখি পরিয়ে এসেছিছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়ও বর্ষীয়ান, কিংবদন্তি অভিনেতার 'ভারতরত্ন'-র দাবিতে সরব হয়েছিলেন মমতা। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, তাঁরা ক্ষমতায় থাকলে আরও আগেই অমিতাভকে ভারতরত্ন দিতেন।এদিন নির্বাচনী সভা থেকেও ওই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন, বিজেপি সরকার ভারতরত্নের মতো সম্মান প্রদানের ক্ষেত্রেও রাজনীতি করে।

পাম্প হাউসের চোরের হানা

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল: রাতের আঁধারে পাম্প হাউসের চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে সমস্ত ইলেকট্রিক জিনিস নিয়ে পালিয়েছে।

জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে উত্তর রামনগর এলাকায় পাম্প হাউসের চোরের দল হানা দিয়েছে। আজ সকালে পাম্প হাউসের পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির নজরে চুরি যাওয়ার বিষয়টি আসে। সাথে সাথে এয়ারপোর্ট থানায় খবর পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

আরও জানা গিয়েছে, গত কিছুদিন আগেও পাম্প হাউসে চুরি হয়েছিল। এলাকাবাসীর চুরিকান্ডে জড়িত দুই যুববকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল।

গুজরাট ও রাজস্থানে ৩টি ড্রাগ কারখানার পর্দাফাঁস, গ্রেফতার ৮

গান্ধীনগর, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : গুজরাট ও রাজস্থানে ৩টি ড্রাগ কারখানার পর্দাফাঁস করেছে গুজরাট অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড (এটিএস)। সেইসঙ্গে ৮ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। শনিবার এটিএস গুজরাটের গান্ধীনগরের কাছে একটি ড্রাগ কারখানার হদিশ পায়। ওই কারখানা থেকে গুজরাট অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড ২৫ কেজি সিন্থেটিক ড্রাগ ও কাঁচামাল উদ্ধার করেছে। এটিএস সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কারখানায় প্রস্তুত ড্রাগ গুজরাট থেকে রাজস্থানে সরবরাহ করা হতো। রাজস্থানেও এইরকম দুটি কারখানার খোঁজ পায় পুলিশ। দুটি স্থান মিলিয়ে মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।গুজরাট এটিএস খবর পেয়েছিল যে এই রাজ্যে মাদক প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। কোথায় হচ্ছে সেসম্পর্কে কোনও তথ্য এটিএসের কাছে ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে তদন্তের পর এদিন এটিএস গুজরাট ও রাজস্থান মিলিয়ে মোট তিনটি ড্রাগ কারখানার খোঁজ পায়।

গাজোলের একাধিক এলাকায় প্রচার সারলেন বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু

গাজোল, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার চড়া রোদ মাথায় নিয়ে মালদার গাজোলের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচার সারলেন বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মনকে সঙ্গে নিয়ে হুড খোলা গাড়িতে করে প্রচার সারেন তিনি। কখনও গাড়িতে আবার কখনও হেঁটে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন খগেন মুর্মু। এদিন সকালে আলমপুর থেকে শুরু হয় প্রচার পর্ব। এরপর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে প্রচার করেন খগেন মুর্মু।খগেন মুর্মু বলেন, 'গতকাল প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যে জনজোয়ার দেখা গিয়েছে তা থেকেই ঠিক হয়ে গিয়েছে উত্তর মালদা এবং দক্ষিণ মালদা লোকসভা আসনের ফলাফল। মালদার দুটি আসনেই এবার জিততে চলেছি আমরা। এদিন প্রচার করতে যে সমস্ত গ্রামে গিয়েছি, প্রতিটি জায়গাতেই মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। যেভাবে আমাদের দেখে মানুষ এগিয়ে আসছে, তাতে আমার জয় সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। গতবারের থেকে এবার আরও বেশি মার্জিনে জিতব আমি।'

সেলিমকে জেতাতে কংগ্রেস কর্মীদের দরকারে জীবন দিয়ে দেওয়ার ডাক অধীরের

মুর্শিদাবাদ, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার ডোমকলে সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিমের সমর্থনে জোটের সভা থেকে সিপিএম প্রার্থীকে জেতাতে কংগ্রেস কর্মীদের দরকারে জীবন দিয়ে দেওয়ার ডাক দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। সভায় উপস্থিত অনেকের মতে, একটা সময়ে বক্তৃতা শুনে বোঝা যাচ্ছিল না, অধীর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নাকি সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক!

মুর্শিদাবাদে সেলিমের মনোনয়নের দিন গলায় কাস্তে-হাতুড়ি-তারা আঁকা উত্তরীয় জড়িয়ে নিয়েছিলেন অধীরবাবু। শনিবার ডোমকলের দেশকল্যাণ সঙ্ঘের মাঠের সভায় অধীরবাবু বলেন, "সেলিমভাইকে জেতাতে কংগ্রেস কর্মীদের কর্তব্যে যেন কোনও খামতি না থাকে। দরকারে জান দিয়ে হলেও সেলিমভাইকে জেতাতে হবে। আমিই সেলিমভাইকে বলেছিলাম, মুর্শিদাবাদে দাঁড়ান।"পাশাপাশিই অধীরবাবু দাবি করেন, মুর্শিদাবাদের তিন কেন্দ্রেই বাম-কংগ্রেস প্রার্থীরা জিতবেন। তাঁর কথায়, "মুর্শিদাবাদ আমরা (পড়ুন বাম-কংগ্রেস) দখল করে নিয়েছি। আমরা বলেছি, মুর্শিদাবাদে তিনে তিন, তৃণমূলকে কবর দিন।"অধীরেবাবুর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, "যে সিপিএমের হাতে হাজার হাজার কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছেন, সেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের জন্য অধীরবাবু বলছেন কংগ্রেস কর্মীদের জান দিতে। প্রকৃত কংগ্রেস কর্মীরা কখনওই তা করবেন না।"

আমেরিকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ৩ ভারতীয় মহিলার

নিউওর্য়ার্ক, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : আমেরিকার দক্ষিণ ক্যারোলাইনার গ্রিনভিল কাউন্টিতে উড়ালপুল দিয়ে দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি থেকে পড়ে গেল ২০ ফুট নীচে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল গাড়িতে থাকা তিন ভারতীয় মহিলার। শনিবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ৩ মহিলা গুজরাটের বাসিন্দা। মৃতদের নাম রেখাবিন প্যাটেল, সঙ্গীতাবিন প্যাটেল এবং মনীষাবিন প্যাটেল।

শনিবার সকালে একটি বিলাসবহুল গাড়িতে করে পরিবারের সকলে যাচ্ছিলেন ঘুরতে। গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সাউথ ক্যারোলিনার গ্রিনভিল কাউন্টি প্রদেশের কাছে। উড়ালপুলের অপর দিয়ে গাড়িটি দুরন্ত গতিতে বেপরোয়াভাবে যাচ্ছিল। সেসময় গতি এতটাই বেশি ছিল যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ওই সেতুর একটি দেওয়ালে ঘষা খায়। তারপর রেলিং ভেঙে ২০ ফুট নীচে আছড়ে পড়ে এসইউভিটি। দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন গুজরাটি মহিলার।

এই দুর্ঘটনার পরই গাড়িতে লাগানো ডিটেকশন সিস্টেম থেকে একটি অ্যালার্ট মেসেজ যায় মৃতদের পরিবারের কাছে। গাড়ির লোকেশন জানিয়ে তাঁরাই পুলিশকে খবর দেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছায় দমকল ও পুলিশ। সেই গাড়ি থেকে পুলিশ উদ্ধার করে তিন মহিলার দেহ। পুলিশ ওই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে গুরুতর জখম অবস্থায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ দেখছে পুলিশ।

মণিপুরে জঙ্গি হামলায় শহীদ হলেন বাঁকুড়ার এক জওয়ান

বাঁকুড়া, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : অশান্ত মণিপুরে জঙ্গী হামলায় প্রাণ হারালেন বাঁকুড়ার বাসিন্দা এক সেনা জওয়ান অরূপ সাইনি। ওই জওয়ান বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার পাঁচাল গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মণিপুরে শুক্রবার রাতে জঙ্গি হামলার শিকার হন ওই জওয়ান। তিনি ভারতীয় সিআরপিএফ বাহিনীর ১২৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের হেড কনস্টেবল ছিলেন। জঙ্গিদের ওই হামলায় অরূপ সাইনি এবং ওই ব্যাটেলিয়ানের আর এক সাব ইন্সপেক্টর এন সরকারও শহীদ হন। জঙ্গিদের ছোড়া শক্তিশালী বোমা এবং গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছেন এক ইন্সপেক্টর ও এক কনস্টেবল। ওই ঘটনার জন্য প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে মণিপুরের কুকি জঙ্গি গোষ্ঠীর দিকে।

জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে যাতে জঙ্গিরা হামলা করতে না পারে সেজন্য তাদের রুখতে মণিপুরের নারায়ণসিনা এলাকায় সিআরপিএফের ১২৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের একটি অস্থায়ী সেনাছাউনি বসানো হয়। শুক্রবার রাত ১২টা নাগাদ খাওয়া দাওয়ার পর ১২৮ ব্যাটেলিয়ানের সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এর জওয়ানরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় তাবুতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরেই ওই ছাউনি থেকে কিছুটা দূরে একটি পাহাড় থেকে জঙ্গিরা শক্তিশালী বোমাবর্ষণ করা শুরু করে। তার সঙ্গেই ছাউনি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালানো শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে হেড কনস্টেবল অরূপ সাইনি সহ অন্যান্য জওয়ানরা জঙ্গিদের পাল্টা জবাব দেওয়া শুরু করে। সেই সময় জঙ্গিদের ছোড়া একটি শক্তিশালী বোমায় অরূপ সাইনির একটি পা ঝাঁঝরা হয়ে যায়। গুলি লাগে সাব ইন্সপেক্টর এন সরকারের বুকে। ভোররাত পর্যন্ত ওই গুলি ও বোমার লড়াই চলতে থাকে। শনিবার সকালে গ্রামের ছেলের শহীদ হওয়ার খবর সোনামুখীর পাঁচালে পৌঁছোলে গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

পুর নিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে রাম ঠাকুর সংঘ এলাকায় পথচারীদের মধ্যে শরবত বিতরণ করলেন কর্পোরেট সহ বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য এবং মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।